CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 23 April, 2023 ■ আগরতলা ২৩ এপ্রিল, ২০২৩ইং ■ ৯ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ঈদের নামাজ

ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে শনিবার আগরতলায় গেদু মিয়ার মসজিদে বিশেষ নামাজ আদায় করেন মুসলিম ধর্মাবলম্বিরা। ছবি নিজস্ব।

দাবদাহে বর্ষণ সিক্ত হলেও মাশুল গুনতে হল রাজ্যবাসীকে

ঝড়ের বিধ্বংসী দাপটে পাঁচ শতাধিক মানুষ শিবিরে, প্রায় আড়াই হাজার বাড়ি তছনছ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/চড়িলাম/তেলিয়ামুড়া/লংতরাইভ্যালী, ২২ এপ্রিল।। কালবৈশাখীর তান্ডবে রাজ্যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দুই সহস্রাধিক বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সেই সাথে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে হয়েছে বহু মানুষকে। বিদ্যুৎ নিগমের ট্রান্সফরমার নষ্ট হয়েছে। তার ছিড়ে পড়েছে। সেই সাথে ভেঙ্গে পড়েছে বিদ্যুতের খুঁটি।

স্টেট ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টারের তরফ এক বুলেটিনে জানানো হয়েছে শুক্রবার কালবৈশাখীর ঝড়ে রাজ্যের সাতটি জেলার ১২টি মহাকুমা প্রভাবিত হয়েছে। তাতে ২৪৬১টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত ৩২টি, বিক্ষিপ্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৭১টি এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২০৫৮টি। তাছাড়া পাবলিক বিল্ডিং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুটি। সেই সাথে বিশালগড় মহকুমায় ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে ৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। দুটি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে লংতরাইভ্যালীতে। সেখানে ১২০টি পরিবারের ৫৩৪ জন অবস্থান করছেন। এদিকে, বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছে, রাজ্যে প্রায় ৩৩৭ কিলিমিটার বিদ্যৎএর লাইন ছিড়ে গেছে। ৫৭৭টি খুঁটি ভেঙ্গেছে ও ৫৭টি ট্রান্সফরমার নষ্ট হয়েছে।

বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের তরফে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়েছে শনিবার।

স্টেট ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টারের বুলেটিনে জানানো হয়েছে উত্তর জেলার কাঞ্চনপুরে বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৭৬টি, ঊনকোটি জেলায় ৩টি, ধলাই জেলার গন্ডাছড়ায় ৩১টি, লংতরাইভ্যালীতে ৮৪২টি, খোয়াই জেলার খোয়াইয়ে ১১০৫টি বাড়ি, তেলিয়ামুড়ায় ৭৩টি বাড়ি এবং একটি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার ও একটি স্কুল, পশ্চিম জেলার জিরানীয়ায় ৭টি, মোহনপুরে ৩০টি, সিপাহীজলা জেলার বিশালগড়ে ২০৯টি বাড়ি, সোনামুড়ায় ৫০টি, জম্পুইজলায় ১৮টি বাড়ি। গোমতীল জেলার উদয়পুরে ১৭টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যা রাতে শুরু হয় কালবৈশাখী ঝড়। জনজীবনে স্বস্তি ফিরে এলেও ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু পরিবার। কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবে বিশালগড় মহকুমার বিভিন্ন এলাকা লন্ডভন্ড হয়ে যায়। বিশালগড়, ঘনিয়ামাড়া, চড়িলাম, তুইমাইরাঙ্গা, বাতানমুড়া, আমতলী এডিসি ভিলেজ, মধুপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ২১৭ টি বসতঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিদ্যুৎ পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। রাবার বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশালগড় মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস সকল তহশিলদারদের শনিবার মাঠে নামার নির্দেশ দেন। তহশিলদাররা শনিবার সকাল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যেও পালিত ঈদ-উল-ফিতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। শনিবার সারা বিশ্বের সাথে রাজ্যে পালিত হয় মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম পবিত্র উৎসব ইদ-উল- ফিতর। এদিন সকাল থেকে বিভিন্ন মসজিদে নামাজ আদায় হয়।

রাজ্যে ইদের কেন্দ্রীয় নামাজ আদায় হয় আগরতলা শিব নগর সিত গেদু মিঞা মসজিদের ইদগাহ ময়দানে। নামাজ পাঠ করেন মৌলানা আব্দুল রহমান। কিন্তু ইদের আগেরদিন শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘন্টা খানেকের ঝড় বৃষ্টিতে বহু এলাকায় বিছিন্ন হয়ে পড়ে বিদ্যুৎ। সৃষ্টি হয় বিভিন্ন সমস্যা। তারপরেও রকমারি খাবারের মধ্য দিয়ে একে অপরের সঙ্গে আলিঙ্গন করে উদযাপন করা হয় ইদ।

পবিত্র ঈদে নামাজ পড়তে আসা ভাইদের জন্য ঠান্ডা জলের ব্যবস্থা করল ধর্মনগর প্রেস ক্লাব।শনিবার ছিল পবিত্র ঈদের সার্বিক নামাজের দিন। ধর্মনগরের ডি এন ভি রোডে এই পবিত্র নামাজে জড়ো হয় কয়েক হাজার ইসলাম ধর্মালম্বী ভাই। প্রচন্ড গরম মানুষ হা হতাশ করছিল। হোটেল পঞ্চবটির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে জমি বিবাদের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুরুতর আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। পাখিরবাদা ৬ নং ওয়ার্ড এলাকায় জায়গার সীমানাকে কেন্দ্র করে মারপিটের ঘটনায় রক্তাক্ত চার। পাখিরবাদা ৬ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা বিরেস নম এবং ওই একই এলাকার বাসিন্দা জবা নমর স্বামীর সাথে সীমানা নিয়ে বাকবিতন্ডা হয়। পরবর্তী সময় তা হাতাহাতিতে রুপান্তরিত হয়। জানা যায় যে জবা নমর স্বামী তার পরিবারের লোকজন নিয়ে এসে বিরেস নমর পরিবারের উপর দা দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। এতে করে বীরেশ নমর পরিবারের চার সদস্য গুরুতর ভাবে আহত হয়। বীরেশ নম উনার জায়গার সীমানার মধ্যে একটি শূকরের ঘর তৈরি করছিলেন।

আর সেই শূকরের ঘর তৈরি করা নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বাক বাকবিতন্ডা হয়। পরবর্তী সময় স্থানীয়রা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দলীয় কর্মীদের হতাশ না হয়ে মজবুত সংগঠন তৈরি করতে আহ্বান মানিক সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। দলীয় কর্মীদের হতাশ না হয়ে মজবুত সংগঠন তৈরি করতে আহ্বান জানালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার। আজ আগরতলা টাউন হলে লেনিনের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা করতে গিয়ে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, বিধানসভা ভোটে ফলাফলের চুড়ান্ত বিশ্লেষণ আমরা করছি। দলের তৃণমূল স্তর পর্যন্ত যাব আমরা। সবার শেষে আলোচনা করতে গিয়ে মানিক সরকার দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, লেনিন শিখিয়ে গেছেন মানুষকে সংগঠিত করতে না পারলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না। ত্রিপুরায় শেষ বিধানসভা ভোটে ৬০ শতাংশ মানুষ শাসক দলকে ভোট দেননি। ভোটে জয় পরাজয় আছে। পরাজিত হওয়ায় সব শেষ হয়ে যায়নি। অস্থির হওয়া চলবে না। তিনি আরও বলেন, মানুষকে বুঝতে দিন। উপলব্ধি করতে দিন তাহলেই মানুষ কথা বলতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে সুস্থ হলেন তিন করোনা রোগী সক্রিয় কমে ১৫ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত তিনজন রোগী সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১৫।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে,নতুন করে ২২৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।তবে,নমুনা পরীক্ষায় নতুন করে আটটি জেলায় করোনার সংক্রমণ মিলেনি।তাছাড়াও জানা যায়, রাজ্যে এখনও পর্যন্ত তিনজন রোগী সুস হয়েছেন। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১৫।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০৮০৫২ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঝড়ে বিদ্যুৎ নিগমের ব্যাপক ক্ষতি, খুঁটি ভেঙ্গেছে ৫৭৭টি, ট্রান্সফরমার বিকল ৫৭টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে গতকাল সারা রাজ্যে বিদ্যৎ সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে। গতকাল বিকেলে ঝড় বৃষ্টির ফলে রাজ্যে বিদ্যৎ নিগমের ২৩টি ডিভিশনে বিদ্যৎ সরবরাহ ব্যহত হয়। বিদ্যৎ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বিদ্যৎ নিগম গতকাল বিকেল থেকেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যৎ সরবরাহের লাইন স্বাভাবিক করার কাজকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

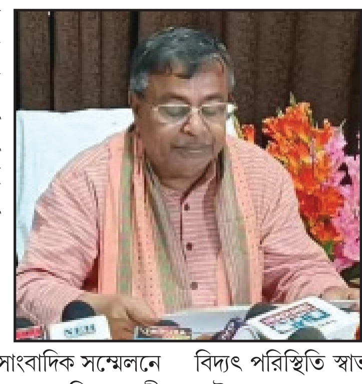

আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতনলাল নাথ এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যৎ মন্ত্রী জানান, বিদ্যৎ নগমের অধীনে রাজ্যে ২৩টি ডিভিশন ও ৭৯টি সাবডিভিশন রয়েছে। বিদ্যৎ এর লাইন রয়েছে প্রায় ৫২ হাজার কিলোমিটার। বিদ্যুৎ এর খুঁটি রয়েছে প্রায় ১৩ লক্ষ। ট্রান্সফরমার রয়েছে ১৮ হাজার। গতকাল ঝড় বৃষ্টির ফলে প্রাথমিক সার্ভেতে দেখা গেছে রাজ্যে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে বিলোনীয়া ও সোনামুড়া ডিভিশনে। রাজ্যে প্রায় ৩৩৭ কিলিমিটার বিদ্যৎএর লাইন ছিড়ে গেছে। ৫৭৭টি খুঁটি ভেঙ্গেছে ও ৫৭টি ট্রান্সফরমার নষ্ট হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান, রাজ্যে বিদ্যৎ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বিদ্যৎ সরবরাহের লাইন দ্রত মেরামত করা হচ্ছে। আজ দুপুরের মধ্যেই প্রায় ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ মেরামতির কাজ সম্পর্ণ হয়েছে। আগামীকাল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকসভা নির্বাচন নিয়ে রাজ্যে বিজেপির বুথ স্বশক্তিকরণ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরা দুইটি আসনে জয় লাভ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উপহার দিতে হবে। শনিবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশের বুথ স্বশক্তিকরন অভিযানে এমনটাই দাবি করছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য।

এদিন তিনি বলেন, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রতিটি বুথকে শক্তিশালী করার লক্ষেই এই বুথ স্বশক্তিকরন অভিযান। প্রধানমন্ত্রী দেশের উন্নয়নে জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।তাই আমাদের নৈতিক দায়িত্ব যে ত্রিপুরার দুটি লোকসভা আসনে জয় লাভ করে নরেন্দ্র মোদীকে উপহার দেওয়া।

তিনি এদিন প্রত্যয়ের সুরে বলেন,২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কার্যকতারা যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে,এবার লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপিকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করতে সাহায্য করবেন। তাঁর দাবি,এখনো যে বুথগুলোতে সাংগঠনিক দূবর্ল রয়েছে তা অতিবিলম্বে সমস্যা সমাধান করা।

এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড: মানিক সাহা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী যীঞ্চু দেববর্মণ, সাংসদ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ড্রাগস সহ আটক নেশা কারবারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। পুলিশের অভিযানে উদ্ধার ড্রাগস সহ উদ্ধার নগদ অর্থ। পলাতক নেশা কারবারি। শুক্রবার গোপন খবরের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ অভিযান চালায় করকরি এলাকায়।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রাণেশ রুদ্রপাল নামে এক যুবকের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করে ড্রাগস। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৩০ হাজার টাকা। উদ্ধার হয় নগদ অর্থও। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রসূন ত্রিপুরা জানান, অভিযুক্ত পালিয়ে গেছে। নেশা কারবারি প্রানেশ পকসো মামলায় দুই মাস আগে ছাড়া পায়। অভিযোগ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অযত্নে হারিয়ে যাচ্ছে প্রগতি পার্কের ঐতিহ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। বেহাল দশায় পরিণত প্রগতি পার্ক। সংস্কারের অভাবে দিন দিন এটি জীর্ণ দশায় পরিণত হচ্ছে। শিশুদের উপযোগ্য বিভিন্ন দামি খেলনার সামগ্রী দেখভালের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পার্কের চারদিকে থাকা তারজালে দেওয়া ব্যারিকেড যত্রতত্র ভেঙ্গে রয়েছে। কোথাও আবার গাছ পড়ে গিয়ে ব্যারিকেডের একাংশ ভেঙে চুরমার হয়ে রয়েছে। পার্কে বসার পাকা বেদিগুলি ভেঙে পড়ে রয়েছে। শিশুদের চড়ার দোলনা একটা রয়েছে আরেকটা নেই। আবার কোথাও দুটোই ছিঁড়ে রয়েছে। স্লিপারি গুলো জরাজীর্ণ অবস্থা। কোথাও মাঝখানে ভাঙ্গা, আবার কোথাও নিচে ভাঙ্গা।

মাটি গর্ত হয়ে জল জমে রয়েছে। দড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার যে খেলনার সামগ্রী রয়েছে সেগুলো ছিঁড়া। আগাছায় ছেয়ে গেছে পার্কের একাংশ। গাছপালা থাকলেও সেগুলি সংস্কারের অভাবে পার্করে সৌন্দর্যায়নে কিছুটা হলেও দৃষ্টিকটু করে তুলছে। যদিও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রয়েছে তাতে। এলাকাবাসী সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে এই পার্কে একসময় বহু মানুষ আসতো। বিশেষ করে শিশু এবং তাদের অভিভাবকরা। এখন দিন দিন কমে যাচ্ছে কারণ শিশুদের খেলনার উপযোগ্য সামগ্রী না থাকায়। পার্কে ব্যারিকেড না থাকায় গরু ছাগল কুকুরের অবাধ বিচরণ। এছাড়া পার্কের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অভিভাবকরা।

সন্ধ্যে হলেই একশ্রেণীর বকাটে যুবকের সমাবেশ ঘটে এই পার্কে। যেহেতু নেশার উৎপাত রাজ্যে বেড়েছে, তাই তাদের ধারণা এই ধরনের যুবকরা হয়তো নেশার টানে ই নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে পার্ক টিকে বেছে নিয়েছে। অনেকেই বলছেন পার্কে আলোর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। যার ফলে নেশাসক্তদের কাছে এটি নিরাপদ স্থান হতেই পারে। আগে পার্কে শিশুরা ছোটাছুটি করতো। অভিভাবকরা পায়চারি করতো। আবার অনেকেও সন্ধ্যা ভ্রমণ সেরে নিতেন। দিন দিন এই ছবি যেন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বলে এলাকার প্রবীণ নাগরিকদের অভিমত। ভয়ে অনেকে নিজের নাম বলতে চাইছেন না। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK
CMYK

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৯ ■ সংখ্যা ১৯০ ■ ২৩ এপ্রিল ২০২৩ ইং ■ ৯ বৈশাখ ■ রবিবার ■ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

খুশির ঈদে দেশাত্মবোধের পরিচয়

ইসলামীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বছরের নবম মাস হইল পবিত্র রমজান। এই মাসে রোজা পালন করেন ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নির্জলা উপবাস করেন তাঁহারা।দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটাইয়া চাঁদের দেখা, শনিবার অনুষ্ঠিত হইল খুশির ইদ। প্রায় এক মাস ধরিয়া এই কৃচ্ছসাধনের পর দেখা মিলে ইদের চাঁদের। তখনই সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় রমজানের।ইদের সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে মধ্যে প্রাচ্যের একাধিক খাবার। বহু মুসলিম বাড়িতেই ইদের দিনে তৈরি হয় আরব দেশের একাধিক খাবার। অনেকে আবার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়দের সঙ্গে নিয়া রসাইঢ়য়া খান বিরিয়ানি, কাবাব ও শির খুরমা বা সিমাইয়ের পায়েশ।

ইদের দিনে বেশ কিছু রীতিনীতি পালন করেন ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। নমাজ শুরুর আগে গরীব-দুঃখীদের অর্থ এবং সামগ্রী দান করা হয়। মূলত, মসজিদ চত্বরে এই দান-খয়রাতি করেন ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা।নমাজ শেষে কোলাকুলি, সঙ্গে দেদার খাওয়া-দাওয়া। দিল্লি, মুম্বই হোক বা কলকাতা, কিংবা ত্রিপুরা ইদের খুশিতে মাতোয়ারা গোটা দেশ। মসজিস, দরগা থেকে শুরু করিয়া ইদগাতে চলিয়াছে বিশেষ নমাজ। প্রথা মানিয়া নমাজ শেষে আলিঙ্গন।

বিশেষ নমাজ থেকে শুরু করিয়া শুভেচ্ছা বিনিময়। সঙ্গে দেদার খাওয়া-দাওয়া। উপহার দেওয়া-নেওয়া। খুশির ইদে এভাবেই মাতোয়ারা কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী।এদেশে কবে পালিত হইবে ইদ, প্রতি বছর সেকথা ঘোষণা করে দিল্লির জামা মসজিদ। মুঘল আমলের দিল্লির এই সুপ্রচীন মসজিদ চত্বরে সকাল থেকেই ভিড় করেন বহু মানুষ। এদিন ইদ উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয় সেখানে। নমাজ শেষ হতেই জামা মসজিদ চত্বরে আলিঙ্গনের মাধ্যমে অনেককে কুশল বিনিময় করিতে দেখা যায়। এদিন ভিড় বেশি থাকায় মসজিদ চত্বরে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়িবার মতো। গোটা দেশ জুড়ে খুশির ঈদ উৎসব পালিত হইলেও জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চের এক গ্রাম সিদ্ধান্ত নিয়াছে, এইবার তাহারা ইদে কোনও রকম উদযাপন করিবে না। আসলে সাঙ্গিয়োটে নামের ওই গ্রামের দিকেই যাইতেছিল ভারতীয় সেনার সেই ট্রাক, যেটি জঙ্গি হামলার শিকার হইয়াছিল। ঘটনায় পাঁচ জওয়ানের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়াছে। সেই শোকের ছায়াতেই ডুবিয়া রহিয়াছে সাঙ্গিয়োটে গ্রাম। শনিবার খুশির ইদেও তাই সেই গ্রামকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে বিষণ্ণতা।

ওই ট্রাকে করিয়া ইফতারের জন্য ফল ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হইতেছিল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইফতার পার্টির আয়োজন হওয়ার কথা ছিল। সেই পার্টিরই জন্য ওই সামগ্রীগুলি নিয়ে যাওয়া হইতেছিল সেনার ট্রাকে। সাঙ্গিয়োটে গ্রামের সরপঞ্চ মুখতিয়াজ খান জানাইয়াছেন ”আমাদের পাঁচ জওয়ান যেভাবে দুর্ঘটনায় শহিদ হইয়াছেন, এরপর আর কীসের ইফতার! সোশ্যাল মিডিয়ায় খবরটা ছড়াইয়া পড়িবার পর থেকেই গোটা গ্রামে শোক নামিয়া আসিয়াছে।”সাঙ্গিয়োটে গ্রাম খুশির ঈদ পালন না করিয়া যে দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়াছে তাহা ভারতের জন্য অতীব গর্বের বিষয়। তাহাদের এই ত্যাগ তিতিক্ষা গোটা দেশকেই নতুন করিয়া দেশাত্মবোধের শিক্ষা দিল।

মধ্যপ্রদেশের বালাঘাটে পুলিশের এনকাউন্টারে খতম দুই মহিলা নকশাল

বালাঘাট, ২২ এপ্রিল(হি.স.) : আজ শনিবার ভোর ৩টার দিকে বালাঘাট পুলিশ দুই কুখ্যাত মহিলা নকশালকে নিকেশ করেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলা কয়েক দশক ধরে নকশাল সমস্যায় জর্জরিত। বালাঘাট পুলিশ গত বছর ছয় কুখ্যাত মাওবাদীকে খতম করেছিল। জানা গিয়েছে, মৃত দুই নকশালবাদী দালামের এলাকা কমান্ডার এবং গার্ড ছিল। দুজনের উপর ১৪ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত বালাঘাটের পুলিশ সুপার সমীর সৌরভ বিষয়টি এখবর নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ সুপার সমীর সৌরভের মতে, গাড়ি থানার অন্তর্গত কাদলা জঙ্গলে হকফোর্স এবং নকশালদের মধ্যে এনকাউন্টার হয়েছিল। এনকাউন্টারে দুই মহিলা নকশাল সেনাদের হাতে নিহত হন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ভোরাম দেব ও এসিএম সুরিতা। ঘটনাস্থল থেকে বন্দুক, কার্তুজ ও খাদ্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

তিনি জানান যে, এখনও কিছু নকশাল জঙ্গলে লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই জঙ্গলে নিবিড় তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে বালাঘাট পুলিশ। বালাঘাট জোন পুলিশের মহাপরিদর্শক সঞ্জয় কুমার এবং হকফোর্স সিওও ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন।

শক্তি, বিশেষত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিই আমাদের সম্মিলিত স্বার্থ, ক্যারিকম-ভারত বৈঠকে বার্তা জয়শঙ্করের

জর্জটাউন, ২২ এপ্রিল (হি.স.): শক্তি, বিশেষত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিই আমাদের সম্মিলিত স্বার্থ। শনিবার চতুর্থ ক্যারিকম-ভারত বৈঠকে বললেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। গায়ানার জর্জটাউনে ভারত-ক্যারিকম মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে জয়শঙ্কর বলেছেন, স্বাস্থ্য সুরক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেছে কোভিড, আমাদের একটি ঘরোয়া উদ্যোগ রয়েছে যা আমরা বিশ্ব মঞ্চে নিয়ে যাচ্ছি -- কীভাবে ব্যয়-কার্যকর জেনেরিক স্থাপন করা যায় যা নিম্ন-আয়ের ভোক্তাদের উপকৃত করবে... আপনি যদি মনে করেন যে এটি আগ্রহের বিষয়, আমরা কম খরচের জেনেরিকের জন্য একটি সিস্টেম তৈরি করছি, আপনাদের লোকেদের জন্য উপলব্ধ হতে। আমরা এর জন্য একটি আঞ্চলিক হাব তৈরি করতে চাই।

বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, কেউ যদি বিশেষ করে গত ৫ বছরের দিকে তাকায়, কোভিড, ক্রমবর্ধমান তীব্রতা এবং জলবায়ু ইভেন্টের ফ্রিকোয়েন্সি, ঋণ এবং বাণিজ্যের চাপের পরিস্থিতি যা আমরা অনেকেই নিজেদেরকে খুঁজে পাই এবং খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তার উদ্বেগগুলি সত্যিই চাপের বিষয়।

জাতিগত শুমারি হলেই রাম রাজ্য, সমাজতন্ত্র, সবকা সাথ ও সবকা বিকাশ সম্ভব : অখিলেশ যাদব

লখনউ, ২২ এপ্রিল (হি.স.): বিজেপির বিরুদ্ধে ফের আক্রমণ শানালেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তোপ দেগেছেন যোগী আদিত্যনাথ সরকারকেও। শনিবার অখিলেশ যাদব বলেছেন, জাতিগত শুমারি হলেই রাম রাজ্য, সমাজতন্ত্র, সবকা সাথ ও সবকা বিকাশ সম্ভব। বিজেপিকে মিথ্যেবাদী আখ্যা দিয়েছেন তিনি।

অখিলেশ শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, জাতিগত শুমারি হলেই রাম রাজ্য, সমাজবাদ, সবকা সাথ এবং সবকা বিকাশ সম্ভব। বিজেপি মিথ্যাবাদী, তারা স্মার্ট সিটির স্বপ্ন দেখিয়েছিল কিন্তু উত্তর প্রদেশের শহরগুলিকে আবর্জনা বানিয়েছে।

উষ্ণায়নের দাওয়াই

রাণা ঘোষদস্তিদার

প্রবল গরমে পশ্চিমবঙ্গবাসী ত্রস্ত। খোলা রাস্তায় ডিম ভেঙে অমলেট ভেজে ফেলার খবর শোনা গেছে তেতাল্লিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ছুঁয়ে ফেলা বাঁকুড়া থেকে। অধিক আর্দ্রতার দরুণ কলকাতার চল্লিশ ডিগ্রী তাপমান একই সময়ের দিল্লি বা গুরগাঁওয়ের আটচল্লিশ ডিগ্রীর সমান! আসলে আবহাওয়ার খবর সবকিছু সঠিক ভাবে বলে না। নিছক ড্রাই থার্মোমিটারের তাপমান মানবশরীরের প্রতিক্রিয়া বোঝায় না। বাতাসে আর্দ্রতা যত মাধ্যমে ঘাম হয়ে বেরিয়ে গিয়ে শরীরকে ঠাণ্ডা করতে অসুবিধা হবে, এবং, সামান্য তাপমানেই অনেক বেশি গরম অনুভূত হবে। এজন্য, ওয়েট বাল্ব থার্মোমিটারের তাপাঙ্ক জন মারা গেছেন এক অনুষ্ঠানে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তো বটেই, বিভিন্ন দেশে, বিশেষত ইউরোপে গত কয়েক বছর ধরে ব্যাপারটি আর কল্পকথা নয়, রূঢ় বাস্তব হয়ে দেখা দিচ্ছে। হিমবাহগুলির দ্রুত গলে গিয়ে ছোট হয়ে যাওয়া, অতিবৃষ্টি-অনা বৃষ্টি, ফসলহানি ইত্যাদি পূর্বানুমিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা ফলও দেখা যাচ্ছে। এই উষ্ণায়ন প্রায় পুরোপুরি মানবসভ্যতার অবদান। কোভিড-পরবর্তী লকডাউনে, মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্ম যথা পরিবহণ, কলকারখানা, অফিস-দপ্তর অনেকাংশে বন্ধ ছিল বলে দূষণের মাত্রাও বেশ কমেছিল, উষ্ণনের মানও। এর থেকে বোঝা গেছিল মানবসভ্যতা কি হারে পরিবেশের ক্ষতি করে। এখন, গরম কমাতে লকডাউনের দাওয়াই তো দেওয়া যায় না, পরিবর্ত ব্যবস্থা দেখতে হবে। প্রথমেই বুঝে নেওয়া ভালো, গরম কমাতে, শিল্পবিপ্লবের পর এতদিন ধরে যা পরিবর্তন-পরিমার্জন চাই। ধরা যাক, গরম লাগলেই আমরা এক বা একাধিক বৈদ্যুতিক পাখা চালাচ্ছি, সঙ্গে এসি- কুলার- ফ্রিজ। এতে ঘরের মধ্যে যদিবা তাপমান কিছু কমে, ঘরের বাইরে তার কয়েকগুণ তাপ ছেড়ে দেওয়া হল। ঘন জনবহুল এলাকায়, মুখোমুখি ফ্ল্যাট, বাড়ি, অফিস, দোকান একের বর্জ তাপ পুরো এলাকার তাপ বাড়বে কি না? এর সাথে যোগ করুন, কংক্রিটায়নের ফলে শহরের ঘিঞ্জি এলাকার বাড়ি-ঘরদোর বা পিচের রাস্তা, ফুটপাথ সূর্যালোক থেকে বিকিরিত তাপ কি পরিমাণে শোষণ করবে। ফলে, শহরের যেখানে কংক্রটায়ন অর্থাৎ, অফিস-কাছারি-শপিং মল বেশি, সেখানে গড় তাপমান শহরের বাইরের এলাকার তাপমানের চেয়ে অন্তত দু-চার ডিগ্রী বেশি হয়, যাকে আর্বান হীট আইল্যাণ্ড এফেক্ট বলা হয়। এও মনে রাখতে হবে, যে বৈদুতিক শক্তি ব্যবহার করে এই পাখা-কুলার -এসি ইত্যাদি চালানো, তা উৎপাদন করতে পোড়াতে হয় বিপুল পরিমাণে ফসিল ফুয়েল। এই সাবেক উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাপারটিই প্রবল দূষণকারী এবং উষ্ণায়নের এক বড় কারণ। আরো বিপদের কথা, এই বিদ্যুৎ শহরের থেকে দূরে অবস্থিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপন্ন হলেও, গ্রিড দিয়ে তাকে বয়ে আনতেই এক বড় অংশ জেফ পথিমধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। উপরিতে, ইত্যাদি ঝামেলা তো আছেই। ফলে, উৎপাদন ব্যবস্থাটা বেশ অদক্ষ, প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয়কারী একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এখন, গ্রামাঞ্চলে যদিও ঘিঞ্জি শহরাঞ্চলের মত হীট আইল্যাণ্ড এফেন্ট হওয়ার কথা নয়, ভাবে তাপমান বেড়ে যাওয়ার কুফল সেখানেও দেখা দেবেই। গোদের উপর বিষফেঁড়া, শহরের অনুকরণে কংক্রিটায়নের দৌরত্ম্য সেখানেও। অতএব প্রথম কাজ হল, যতদূর সম্ভব সংক্রিটায়নকে এড়ানো। ছাদ, বাঁধানো চত্বর রাস্তা ইত্যাদিতে এমন কোটিং দেওয়া যায় বা টাইল দিয়ে বাঁধানো যায়, যাতে সুর্যালোক শোষিত হওয়ার বদলে প্রতিফলিত হয় বেশি। যেখানে প্রয়োজন নেই, সেখানে কংক্রিট নয়, প্রাকৃতিক ঘাস থাকুক। বর্ষার জল মাটিতে ঢুকবে, সূর্যালোক শোষিত হবে না! বিতীয়ত, যতদূর সন্ত ব, পুনর্নবীকরণযোগ্য কাছারি, দোকান-মল সর্বত্র ছাদ, দেওয়াল, পার্কিং লট ইত্যাদি যদি ঢেকে দেওয়া যায় সোলার প্যানেলে, তাহলে একদিকে যেমন বিদ্যুৎসাশ্রয় হয়, অন্যদিকে ফসিল ফুয়েল পোড়ানোর দূষণ ও গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন কমিয়ে উষণ্ায়ন ঠেকানো যায়। অন্যদিকে, সোলার প্যানেলে ঢাকা পড়লে কংক্রিটের সূর্যালাক শোষণজনিত তাপবর্ধনও কমে। আরো বলা যায়, অফিস-কারখানা-শপিং মল ইত্যাদি জায়গায় তো বটেই, গৃহস্থালিতেও বিদ্যুতাহিদা কমানোর সুযোগ আছে। গরমের দেশে অফিসে কোট-টাই পরার দরকার আছে? জাপানে অনেকদিন আগেই অফিসে হাফ হাতা শার্ট পরার চল হয়েছে,যার ফলে অফিসে এয়ারকন্ডিশনিং-এর দরকার কমেছে। বাড়িতেও এসিটি বিশ ডিগ্রিতে চালিয়ে কম্বল গায় দিয়ে কেন শোবেন? চল্লিশ বা পাঁচিশ ডিগ্রিতে চালালে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হল, দূষণ, ও গ্রীনহাউস গ্যাস কমানোতে আপনার যোগদান হল, আর, বাড়ির বাইরে বেরোলেই গরমের ক্সছাকা খেয়ে শরীর খারাপ হওয়ার আশঙ্কা। কমল! গ্রামাঞ্চলে আরো বেশি সুযোগ থাকছে সৌরশক্তি ইত্যাদি ব্যবহার করার। কৃষিকাজের পাম্প চালানো থেকে শুরু করে কুটিরের চালে বসানো প্যানেল থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতে নিজের চাহিদা মিটিয়ে উদত্ত বিদ্যুৎ গ্রিডকে বিক্রি করে বাঁচানোর সাশ্রয় তো আছেই। তৃতীয়ত, পরিবহণের ধরন পালটালে একদিকে যেমন ফসিল ফুয়েল পোড়ানো কমে, অন্যদিকে পরিবহণ জনিত তাপ উৎপাদন কমে। গণপরিবহণ যে কোন ভাবেই ব্যক্তিগত গাড়ির চেয়ে বেশি সাশ্রয়কর, সে কমানোই হোক। আবার, জলপথ বা রেল-নির্ভর গণপরিবহণ সড়কপথে বা আকাশপথে ও পরিবেশবান্ধ ব। ব্যাটারি চালিত বাসের চেয়েও ট্রাম অনেক বেশি সস্তা, বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী, নিরাপদ ও পরিবেশবাহব। চেয়ে মডেল এদিক দিয়ে সেরা। ব্যক্তিগত যানবাহন বলতে যদি মুখ্যত সাইকেল হয়, তবে, পরিবেশের সাথে সাথে স্বাস্থ্যেরও উপকার। তবে কিনা, বাজার অর্থনীতি সাইকেলকে এবং সুস্থ নাগরিকদের পছন্দ করে না, এমন রসিকতা চালু আছে। চতুর্থ উপায়টি আসলে প্রথম ও সহজবোধ্য, প্রধান রাস্তা। সবুজায়ন। তবে, সরকারের ভরসায় থাকলে হবে না যেবন মহোৎসবের পক্ষটিতে কয়েক হাজার বৃক্ষরোপণ হল আর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তার অর্ধেক শুকিয়ে মরল। পার্কে দুটি শখের চাঁপা গাছ লাগিয়ে বা খাস জমিতে কয়েকশো সোনাঝুরি বা সুবাবুল লাগিয়ে বসে থাকলেও হবে না। রীতিমত ঘন বন তৈরি করতে হবে নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর। ঘন সনবিষ্ট মহীরূহের সারি সাইক্লোন ঠেকানো থেকে শুরু করে বৃষ্টির জলধারণ হয়ে গরম কমাতেও পারে, বাতাস থেকে শুষে নিতে পারে দূষণকণা, পয়ঃ প্রণালী থেকে ছেঁকে তুলে নিতে পারে ভারী ধাতু সমেত দুষিত বর্জা। বাঁকুড়া- পুরুলিয়ার ক্ষেতে বনারীর পাশপাশি বিভী জলাশয়ও জরুরি। বাঁকুড়া শহরে ফোয়ারা আছে কি একটিও? কয়েকটি চালু হলেই ফারাক বোঝা যাবে। বনজ সম্পদের অর্থনৈতিক মূল্য নাহয় পরে বিশদ করা যাবে। তবে, সেটা উত্তরোত্তর বাড়ছে, এটুকু বলাই যায়।

পঞ্চম উপায়টি কঠিন হলেও, আসলে এটিই সবচেয়ে মুখ্য কাজ। গরমে হা-হুতাশ এবং সরকার থেকে শুরু করে পড়শীকে দোষারোপ করার আগে নিজের কর্তব্য করা। বিশ্বের গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমনের এবং সরাসরিভাবে দূষণ ও উষ্ণায়নের এক বড় কারণ হল খাদ্যের জন্য মাংস উৎপাদন। তার মধ্যেও আছে রকমফের। এক কিলো চিকেন উৎপাদনে যে পরিমাণ কার্বন তোই-অক্সাইড নির্গত হয়, এক কিলো বীফ উৎপাদনে নির্গত হয় তার তেরো গুণ! আলুর সাথে তুলনা করলে বীফ প্রায় পঞ্চান্নগুণ বেশি দোষী। মাংস ভক্ষণ কমালে বা ছেড়ে দিলে দূষণ এবং উষ্ণায়ন কমানোয় সরাসরি ভাবে সাহায্য করা হয়। অফিসে দোতলায় উঠতে লিফট ছেড়ে সিঁড়ি ব্যবহার করলে নিজের স্বাস্থ্যেরও উপকার। গণপরিবহণ বা সাইকেল ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। ছাদে রুফটপ গার্ডেনিং করলে সূর্যের তাপ শোষণ কমানোর পাশাপাশি এক সুন্দর হবির চর্চা হয়, টাটকা জৈব শীক-সি, ফুল মেলে। উপায় আছে অনেক, নিজেকে দিয়ে শুরু করলেই হল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বনে ভীষণ বিপদ

মাসুদ রানা আশিক

“হঠাৎ কী হলো এই বনে? এত বছর হয়ে গেল আমি এই বন শাসন করছি। কোনো দিন তো এমন হয়নি। মন্ত্রী, বনের ঘটনা আমাকে বল তো। তুমি তো বনের সব জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখ। আমি তো ওত পেতে দেখার সুযোগ পাই না।” হুংকার ছেড়ে বলে সুরসুরিয়া বনের রাজা সিংহ। বনের মন্ত্রী শিয়াল। সে রাজাকে কুর্নিশ করে। বড় করে হুক্কা হুয়া ডাক দিয়ে বলে, “রাজা সাহেব। মনে হচ্ছে, আমরা ভীষণ বিপদে পড়তে যাচ্ছি। তবে আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না কেন এমন হচ্ছে।” রাজার ডেরার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল হাতি। তাকে খুব বিমর্ষ মনে হচ্ছিল। তাকে দেখে রাজা বলল, “হাতি সাহেব, আপনার এ অবস্থা কেন বলুন তো? এত ঘামছেন যে! প্রেশার বেড়ে যায়নি তো? আমাদের বনের বৈদ্য কচ্ছপকে ডেকে আনি। উনি আপনার চিকিৎসা করবেন।” ধপাস করে বসে পড়ে হাতি। পুরো বনটা নড়ে ওঠে। নিজের পা দিয়ে শরীরের ঘাম মুছে হাঁপাতে হাঁপাতে হাতি বলে, “রাজা সাহেব, ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি তো আগে কখনো এভাবে ঘামিনি। দেখে মনে হচ্ছে, এই মাত্র গোসল করে ফিরলাম। আসার সময় ভালুককে দেখলাম পানিতে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভালুককে বললাম, “ও ভালুক ভাই, ওভাবে জলে বসে আছ যে। ঘরে যাবে না।” ভালুকের কথা শুনে খুব হতাশ হতে হলো। বলল, “বাড়ি যেয়ে আর কী করব। এত গরম আর ভালো লাগে না। তাই জলে দাঁড়িয়ে আছি। এখানেও খুব একটা ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে ফোটানো জল। অথচ কয়েক বছর আগেও এই জল ছিল খুবই ঠান্ডা।” “উঁহু, কিছু একটা তো অবশ্যই হয়েছে। কিন্তু কী হয়েছে সেটা তো বোঝা যাচ্ছে না।” ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলে রাজা। নিজের ডেরার ভেতর আগে আরামে ঘুমাতে পারত সে। এখন সেটা আর হয় না। ঘুমালেই শরীরটা ঘামে ভিজে যায়। এখন খুব একটা বাতাসও হয় না বনে। কী যে হলো! এভাবে বেশ কিছুদিন যায়। রাজা মিটিং ডাকে বনে। বনের সবাইকে আমন্ত্রণ করা হয় সেই মিটিংয়ে। ডেরার সামনে দাঁড়িয়ে সিংহ বলে, “বনের দুরাবস্থা সম্পর্কে আপনারা কিছু জানেন?” সবার মুখই ভীষণ রকম বিষাদগ্রস্ত। সবাই যেন ক্লান্ত। ডেরার সামনে দাঁড়িয়ে বনের সবচেয়ে প্রবীণ শিক্ষক শিয়াল পন্ডিত বলে, রাজা, আমাদের বনের পড়াশোনা ব্যাঘাত ঘটছে। অতিরিক্ত গরমে ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ বিঘ্নিত হচ্ছে। পড়াশোনায় আমাদের বন পিছিয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। বানর বলে, ” আমরা আগে বনে খেলতাম। ক্লান্ত বোধ করতাম না। এখন আমরা খেলাধুলাতেও পিছিয়ে পড়ছি। খেলতে গেলেই হাঁপিয়ে যাই। দিন দিন আমাদের স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে যাচ্ছে।” জলের মাছ বোয়াল বসে ছিল আরও একটু পেছনে। সে একটা লাফ দিয়ে বলল, “আমাদেরও কষ্ট হচ্ছে। আমাদের জলাশয়ে আগে অনেক জল ছিল। এখন জল দিনকে দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। আমাদের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আমরা মনে হয়- মারা যাব। আহারে জলাশয়। আর মনে হয়, সেখানে ফিরে যেতে পারব না।” হরিণ খুবই মন খারাপ করে বসে ছিল। সে মাথা তুলে তাকিয়ে বলল, “আগে বনে অনেক তাজা ঘাস পাওয়া যেত। গাছে অনেক ফল থাকত। আমরা তৃণভোজী প্রাণিরা এসব খেয়েই বেঁচে থাকতাম। এখন ফলও নেই, ঘাসও নেই।” “বল কী তোমরা! বনে ফল, ঘাসেরও আকাল পড়েছে!” সজারুর গায়ে শুধু কাঁটা। তাই সে দাঁড়িয়ে ছিল আরও অনেকটা দূরে। যাতে তার কাঁটায় কেউ বিদ্ধ না হয়। সে একটু জোরে বলল, “আমাদের বনের মাটি ক্ষয় হওয়া শুরু করেছে। বনের শেষ প্রান্তে ভূমিধস হচ্ছে। সম্ভবত বনটাই এক সময় থাকবে না। এই বনে কোনো বাতাস নেই। মাঝে মাঝে বড় ঝড় হলে বনের বাড়িগুলোর অনেক ক্ষতি হয়।” বন কর্মকতা বাঘ হালুম করে বলল, “আমরা দাপ্তরিক কোনো কাজই করতে পারছি না গরমের কারণে। একেবারে হাঁসফাঁস অবস্থা। দাপ্তরিক কাজগুলো করতে না পারার কারণে বনের অনেক ক্ষতি হচ্ছে।” সিংহ রাজা আশপাশে তাকিয়ে দেখে অনেকগুলো পাখি বসে থেকে কাঁদছে। রাজা মুখটা ম্রিয়মাণ করে বলে, “তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কাঁদছো কেন? এই বনে থাকতে তোমাদেরও কি কষ্ট হচ্ছে?” “হ্যাঁ রাজা সাহেব। এই বনে আমাদের থাকার জায়গাটাই তো নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের খাবারের আকাল পড়েছে। ক্ষুধা পেটে নিয়ে আমরা এখানে ওখানে ঘুরছি।” বল কী পাখি! তোমরা তো গাছে থাক। তাহলে থাকার জায়গার অভাব পড়ল কেন। এটা তো একটা বন। অনেক অনেক গাছ আছে এখানে। গাছে অনেক পোকা-মাকড় থাকে। ওগুলোই তোমরা খাবে। গাছের ফল খাবে। তোমাদের সমস্যা হচ্ছে কেন? মাছরাঙা পাখি চিৎকার করে কেঁদে বলে, এই বনে তো গাছই শেষ হওয়ার পথে। আমাদের থাকার জায়গাই নেই।” “গাছ নেই!” প্রায় চিৎকার করে বলে- রাজা সিংহ। তারপর নিজে নিজেই ভাবে, তাই তো। এই বনের গাছগুলো তো গত কয়েক বছর ধরেই কাটা হচ্ছে। কারও বাড়ি বানানোর জন্য গাছ কাটতে হয়েছে। রাস্তা বড় করার জন্য গাছ কাটতে হয়েছে। গাছ থেকে উৎপাদিত পণ্য পাওয়ার জন্য গাছ কাটতে হয়েছে। গাছ কাটতে হয়েছে বনের পশুদের বাড়িতে আসবাব বানানোর জন্য। এই বনের গাছ কাটতে হয়েছে অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হওয়ার জন্য। গাছ তো কাটা হয়েছে। কিন্তু সেই গাছের জায়গায় গাছ তো লাগানো হয়নি। নিজের ডেরা থেকে বের হয়ে আসে রাজা সিংহ। তাকিয়ে দেখে নিজের প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া বন। শুধু প্রখর রোদ বনে। কোনো ছায়া নেই। হাতে গোনা কয়েকটা গাছ আছে বনে। রাজা বুঝতে পারল বেঁচে থাকার জন্য শুধু খেলেই হবে না। গাছও লাগাতে হবে। এই বনকে বাঁচাতে হলে গাছ লাগাতে হবে। বনের পশু-পাখিদের বাঁচাতে হলে গাছ লাগাতে হবে। রাজা তখন চিৎকার করে বলল, “শোনো বনবাসীরা, একটি গাছ আমাদের প্রাণ বাঁচাতে পারে। একটি গাছ এই বনকে রক্ষা করতে পারে। আমরা গাছ কেটেছি নিজেদের উপকারের জন্য। এখন আমাদের উপকারের জন্যই গাছ লাগাতে হবে। গাছ না থাকার কারণে একটি বন অকালেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, সেটা আমরা বুঝতে পারিনি। পরিকল্পনা মতো গাছ লাগাও। যেখানে সেখানে নয়। যাতে বনের উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য ভবিষ্যতে গাছ কাটার প্রয়োজন না পড়ে।” সবাই গাছ লাগিয়েছিল সেই বনে। অতঃপর আবারও খাদ্যে সয়ংসম্পূর্ণ হয়েছিল সে বন। সেই বন আর কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি।

জাপান যে কারণে কূটনৈতিক অবস্থান বদলে ফেলছে

বিজয় প্রসাদ

এপ্রিলের মাঝামাঝি জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ডিপ্লোমেটিক ব্লুবুক—২০২৩ প্রকাশ করেছে। আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সম্পর্কে এটি জাপানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা। জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হায়াশি ইয়োশিমাসা এখানে যে ভূমিকা লিখেছেন, তার শুরু হয়েছে এভাবে, ‘বিশ্ব এখন ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে।’

ইউক্রেন---রাশিয়া যুদ্ধ নিয়ে জাপানের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার ক্ষেত্রে এই শব্দগুচ্ছ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ইউক্রেনে রুশ বাহিনী প্রবেশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জাপানের সরকার গ্রুপ—৭—এর বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিল। সেখানে, ‘বড় মাত্রার সামরিক আগ্রাসন’—এর জন্য রাশিয়াকে নিন্দা জানানো হয়েছিল এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে ‘গুরুতর ও সমন্বিত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা’ আরোপের আহ্বান জানানো হয়েছিল।

এর পরের দিনই জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হায়াশি ‘রাশিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের’ ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দিয়েছিলনে। রাশিয়ার তিনটি ব্যাংকের সম্পদ স্থগিত এবং রাশিয়ার সামরিক রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞাও দিয়েছিলেন।

এর আগে ২০২২ সালের ডিপ্লোমেটিক ব্লুবুকে জাপান রাশিয়াকে নিন্দা জানিয়েছিল এবং রুশ সরকারের প্রতি, ‘ইউক্রেন থেকে দ্রুত সেনা প্রত্যাহার এবং আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা মেনে চলার’ আহ্বান জানিয়েছিল। জাপানের যুক্তিতে রাশিয়ার এই যুদ্ধ ‘বিশ্বব্যবস্থার মূল ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছে’। ২০২৩ সারের ব্লুবুকে জাপান যুক্তি দিয়েছে, ‘এই যুদ্ধ বিশ্বকে একটা সন্ধিক্ষণে এনে দাঁড় করিয়েছে।’

জাতীয় স্বার্থ

নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে এসব কথাবার্তা সত্ত্বেও জাপান রাশিয়া থেকে জ্বালানি আমদানি অব্যাহত রেখেছে। ২০২২ সালে জাপানের মোট আমদানিকৃত তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) সাড়ে ৯ শতাংশ আসে রাশিয়া থেকে। ২০২১ সালে এর পরিমাণ ছিল ৮ দশমিক ৮ শতাংশ। এই জ্বালানির বেশির ভাগটা এসেছে রাশিয়ার সাখালিন দ্বীপ থেকে, সেখানে জাপান সরকার ও দেশটির কোম্পানিগুলোর বিশাল বিনিয়োগ রয়েছে।

গত বছরের জুলাই মাসে হায়াশিকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, জাপান কি সাখালিন---২ প্রকল্প থেকে আমদানি অব্যাহত রাখবে কি না? এই প্রশ্নে তাঁর উত্তর ছিল স্পষ্ট: সাখালিন---২ প্রকল্পটি জাপানের জ্বালানিনিরাপত্তা এবং জাপানের বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ইউক্রেন—রাশিয়া যুদ্ধ নিয়ে বিবৃতি দেওয়া সত্ত্বেও জাপান নিজেদের জাতীয় স্বার্থের ওপর গুরুত্ব দিয়ে চলেছে। ২০২২ সালের আগস্ট মাসে জাপানের সরকার দেশটির দুটি ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানি মিৎসু ও মিৎসুবিশিকে রাশিয়ার সাখালিন---২ প্রকল্পে সংযুক্ততা বাড়ানোর জন্য বলে। ব্লুবুক ২০২৩---এ জাপান এ বিষয়টি স্বীকৃতি দিয়েছে যে দক্ষিণ বিশ্বের দেশগুলো ইউক্রেন ইস্যুতে পশ্চিমাদের অবস্থান অনুসরণ করছে না। দক্ষিণ বিশ্বের দেশগুলো পশ্চিমের ‘দ্বিমুখী’ (পশ্চিমাদের শুরু করা যুদ্ধ গ্রহণযোগ্য, আর অন্যদের শুরু করা যুদ্ধ অগ্রহণযোগ্য) অবস্থানকে দায়ী করা বাড়ছে। নতুন ব্লুবুকে উল্লেখ করা হয়েছে, জাপান বহুপক্ষীয়বাদকে উৎসাহিত করবে এবং ‘পার্থক্যগুলো ঘোচাবে এমন একটি সেতুবন্ধের ভূমিকা পালন করবে’। এ জন্য নতুন মনোভাব প্রয়োজন।

২০২২ সালের মার্চ মাসে কিয়েদো নিউজ ডিপ্লোমেটিক ব্লুবুকের একটি ফাঁস হওয়া সংস্করণ প্রকাশ করে। সেখানে আরও চমকপ্রদ শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছিল। হোকাইদিও দ্বীপে রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণকে সেখানে‘অবৈধ দখলদারত্ব’ বলে বর্ণনা করা হয়। ২০০৩ সালের পর জাপান সরকার আর এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করেনি। এর বড় কারণ হলো, সাখালিন---২ দ্বীপের যৌথ উন্নয়নের স্বার্থে জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নত হয়েছে।

ডিপ্লোমেটিক ব্লুবুক ২০২২ প্রকাশ হওয়ার পর দেখা গিয়েছিল, কিয়েদো নিউজে ফাঁস হওয়া খসড়াটির মতো মূল নথিতে অবৈধ দখলদারত্ব শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা হয়নি। এর পরিবর্তে ব্লুবুকে বলা হয়েছে, ‘উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্ত ইস্যু জাপান ও রাশিয়ার মধ্যকার সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয়’, এটা ‘এখন পর্যন্ত সমাধান হয়নি’।

রাশিয়া—ইউক্রেন যুদ্ধ কেন্দ্র করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের বৈরিতাকে জাপান দেশটির সঙ্গে বিরোধপূর্ণ দ্বীপগুলোর ওপর নিজেদের দাবি জানানোর একটি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু এর পরিবর্তে জাপান সরকার কেবল এই আশা প্রকাশ করেছে যে রাশিয়া ইউক্রেন থেকে তাদের সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করবে এবং জাপানের উত্তর সীমানার দ্বীপগুলোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ‘আলাপ---আলোচনার মাধ্যমে একটি শান্তি চুক্তিতে’ পৌঁছাবে।

তিনটি নতুন বিষয়

ডিপ্লোমেটিক ব্লুবুক ২০২৩—এ তিনটি নতুন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। এক. ঠান্ডা যুদ্ধ---পরবর্তী যুগের অবসান হয়েছে, দুই. চীন জাপানের সবচেয়ে বড় কৌশলগত চ্যালেঞ্জ ও তিন. দক্ষিণ বিশ্বের দেশগুলোকে অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। এ বছরের ব্লুবুক জাপানের দ্বিধার বিষয়টি স্পষ্ট করছে। এটাকে রাশিয়ার জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা এবং দক্ষিণ বিশ্বের প্রতি আস্থা বৃদ্ধিএই দুইয়ের মধ্যে ধরা যায়।

২০২২ সালের ব্লুবুকে উল্লেখ করা হয়েছিল, ‘আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখন যুগ পরিবর্তনের সূচনাকারী একটা সময় পার করছে।’ যাহোক, ব্লুবুক ২০২৩---এ উল্লেখ করা হয়েছে, ‘ঠান্ডা যুদ্ধ—পরবর্তী যুগের অবসান’ হয়েছে। এর মানে হলো, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থার (যেটাকে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান নিয়মবিধি—ভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বলে মনে করে) অবসান ঘটা। ওয়াশিংটনের প্রতিপত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু এরপর কী আসছে, সেটা স্পষ্ট নয়।

চীনকে কেন্দ্র করে জাপানের উদ্বেগ নতুন নয়। সেনকাকু দ্বীপ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বিরোধ দীর্ঘকালের। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি আরও সুস্পষ্ট ও বিপজ্জনক।

জাপান তাদের ব্লুবুক ২০২৩—এ চীন ও রাশিয়ার মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও এ সম্পর্ককে কৌশলগত অংশীদারত্ব বলে মনে করেনি তারা। এমনকি সেখানে জাপান সরকার স্বীকার করেছে যে দুই দেশের মধ্যকার (জাপান ও চীন) যৌথ বিষয়ে আলোচনার জন্য একগুচ্ছ সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে একটি গঠনমূলক ও স্থিতিশীল সম্পর্ক স্থাপনে জাপান ও চীনের যৌথ প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরিশেষে, জাপান সরকার এটা গ্রহণ করে নিয়েছে যে দক্ষিণ বিশ্বে নতুন এক মনোভাব তৈরি হয়েছে। আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলো পশ্চিমা দেশগুলোর ইচ্ছার কাছে আর নিজেদের সঁপে দিতে ইচ্ছুক নয়। এ বছরের জানুয়ারি মাসে, দক্ষিণ বিশ্ব বিষয়টিকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করছে জাপান, এমন প্রশ্নে জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রেস সচিব যে উত্তর দেন, তা শিক্ষণীয়। তিনি বলেস, ‘জাপান সরকারের কাছে দক্ষিণ বিশ্ব পরিভাষাটির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। আমি যেটা বুঝি তা হলো, সাধারণত উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশগুলো বোঝাতে এই পরিভাষাটি ব্যবহার করা হচ্ছে। দক্ষিণ বিশ্বের সঙ্গে জাপানের সম্পৃক্ততা শক্তিশালী করার কথা বলেন তিনি।

ব্লুবুক ২০২৩---এ জাপান এ বিষয়টি স্বীকৃতি দিয়েছে যে দক্ষিণ বিশ্বের দেশগুলো ইউক্রেন ইস্যুতে পশ্চিমাদের অবস্থান অনুসরণ করছে না। দক্ষিণ বিশ্বের দেশগুলো পশ্চিমের ‘দ্বিমুখী’ (পশ্চিমাদের শুরু করা যুদ্ধ গ্রহণযোগ্য, আর অন্যদের শুরু করা যুদ্ধ অগ্রহণযোগ্য) অবস্থানকে দায়ী করা বাড়ছে। নতুন ব্লুবুকে উল্লেখ করা হয়েছে, জাপান বহুপক্ষীয়বাদকে উৎসাহিত করবে এবং ‘পার্থক্যগুলো ঘোচাবে এমন একটি সেতুবন্ধের ভূমিকা পালন করবে’। এ জন্য নতুন মনোভাব প্রয়োজন। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা সম্প্রতি ইউক্রেন সফর করেন। ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকে নিরাপত্তা তথ্য বিনিময়ের উপর জোর দিলেও তিনি আবারও ইউক্রেনে অস্ত্র পাঠাতে অস্বীকৃতি জানান।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

খুশির ঈদে মাতোয়ারা গোটা দেশ, শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (হি.স.): দিল্লি থেকে গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ থেকে পঞ্জাব, জম্মু-কাশ্মীর থেকে কেরল-গোটা দেশেই নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়েছে ঈদ-উল-ফিতরঊ শনিবার সকাল থেকেই মসজিদে-মসজিদে ঈদের প্রার্থনা করেছেন ধর্মপ্রাণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন। কলকাতার রেড রোডে নামাজ পাঠ করেছেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা, এছাড়াও কলকাতার অন্যান্য মসজিদেও এদিন নামাজ পাঠ করা হয়। দিল্লির জামা মসজিদ, ফতেহপুরী মসজিদে এদিন নামাজ পাঠ করেন ধর্মপ্রাণ মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা। এছাড়াও জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর, গুজরাটের সুরাট, অমৃতসরের খাইরুদ্দিন মসজিদ-সর্বত্রই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নামাজ পাঠ করেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরাঊ

রমজান মাসের সমাপ্তিতে শনিবার দেশ জুড়ে পালিত হয়েছে খুশির ঈদ। খুশির ঈদকে কেন্দ্র করে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে ধর্মপ্রাণ মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে। প্রতিটি মসজিদকে সাজানো হয় আলোক-মালায়। ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঊ ঈদের শুভেচ্ছা-বার্তায় শনিবার সকালে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু টুইট করেছেন, 'সমস্ত দেশবাসী, বিশেষ করে মুসলিম ভাই ও বোনেদের জানাই ঈদের শুভেচ্ছা। ভালোবাসা ও সহানুভূতির উৎসব ঈদ আমাদের অন্যকে সাহায্য করার বার্তা দেয়। আসুন, উদযাপনের এই শুভ উপলক্ষ্যে, আমরা সবাই সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করি।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, 'ঈদ-উল-ফিতরের শুভেচ্ছা। আমাদের সমাজে সম্প্রীতি ও সহানুভূতির চেতনা আরও বৃদ্ধি হোক। সেই সঙ্গে সকলের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি। ঈদ মোবারক!'

মধ্যপ্রদেশ ও কেরলে সফর প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (হি.স.): একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে আগামী ২৪ থেকে ২৫ এপ্রিল মধ্যপ্রদেশ ও কেরল সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সময়ে দমন ও দিউ এবং দাদর ও নগর হাভেলিতেও যাবেন প্রধানমন্ত্রী। দু''দিনের সফরে এই রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে ২৫ হাজার কোটি টাকা অর্থমূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী।

২৪ এপ্রিল বেলা ১১.৩০ মিনিট নাগাদ মধ্যপ্রদেশের রেওয়া-তে জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে ১৭ হাজার কোটি টাকা অর্থমূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর ২৫ এপ্রিল সকাল ১০টা নাগাদ তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল রেল স্টেশন থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সূচনা করবেন। কেরলে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। মধ্যপ্রদেশ ও কেরল ছাড়াও দমন ও দিউ এবং দাদর ও নগর হাভেলিতে কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।

পৃথিবী দিবস উপলক্ষে বিশেষ ডুডল, পরিবেশ রক্ষায় মানুষকে সচেতন করল গুগল

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : আজ ২২শে এপ্রিল পৃথিবী দিবস বা আর্থ ডে। অন্যান্য বিশেষদিনের মত আজকের পৃথিবী দিবস উপলক্ষেও ইন্টারনেট জায়ান্ট গুগল, তার সার্চ ইঞ্জিনের জন্য একটি বিশেষ ডুডল তৈরি করেছে। আজকের বিশেষ ডুডল কার্টুনের মাধ্যমে, গুগল, ইউজারদের পরিবেশ সুরক্ষা এবং পৃথিবী দিবস সম্পর্কে সচেতন তথা উৎসাহিত করেছে।আসলে জীবনযাত্রা বদলের কারণে দিন-কে-দিন বেড়ে চলেছে পরিবেশ দূষণ, পরিবর্তন আসছে আবহাওয়াতেও। এখন সূর্য্যের প্রবল তাপপ্রবাহে মানুষের শান্তি-স্বস্তি নেই বললেই চলে; এদিকে চারপাশে গাছের দেখা মেলা ভার। এই পরিস্থিতিরই মোকাবিলায় সমস্ত বিশ্ববাসীকে সচেতন হতে বলে পৃথিবী দিবস। আজকের বিশেষ ডুডল কার্টুনের মাধ্যমে, গুগল, ইউজারদের সেই বার্তাই দিয়েছে। এক্ষেত্রে গুগল সার্চবারের 'ও' লোগোটির পাশে একটি গাছ প্রদর্শিত হচ্ছে যাতে ক্লিক করলে বা গুগল অ্যাপটি খুললে সমগ্র ডুডলটি প্রদর্শিত হবে --- এখানে দেখা যাবে গাছ লাগানো, গাছ পরিচর্য্যা, সৌর শক্তির ব্যবহার, ব্যবহৃত আবর্জনা পরিষ্কারের দৃশ্য। আদতে কীভাবে আমরা সবাই মিলে বিভিন্ন উপায়ে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করে এই সুন্দর গ্রহটিকে বাঁচাতে পারি তারই ইঙ্গিত দেয় এই ডুডল। আমরা যেভাবে ভ্রমণ করি, যে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করি, যে খাবার খাই এবং যেসব জিনিসগুলি কিনি তা যে বিশ্বের খারাপ জলবায়ু সৃষ্টির কারণ তা এটি আরও একবার মনে করিয়ে দেয়।

উল্লেখ্য, এতে ক্লিক করলে আপনি পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা, আবহাওয়া ইত্যাদি জরুরি বিষয়গুলি এক নজরে দেখেও নিতে পারবেন। গুগলের ব্লগ অনুযায়ী, ড্রায়ার ব্যবহার করার পরিবর্তে এয়ার ড্রাই বেছে নেওয়া, প্ল্যান্ট-বেসডডায়েট বেছে নেওয়া, ইচ্ছেমত গাড়ি চালানোর পরিবর্তে হাঁটা বা কম দূষণকারী যানবাহন চালানোর মতো ছোট ছোট পদক্ষেপ নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের বিষয়গুলি মাথায় রেখে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি; এতে করে পরবর্তী প্রজন্ম পাবে প্রাণখোলা বাতাস। বলে রাখি, এবারের পৃথিবী দিবস অর্থাৎ আর্থ ডে ২০২৩-এর থিম হল 'ইনভেস্ট ইন আওয়ার প্ল্যানেট' বা আমাদের গ্রহে বিনিয়োগ করুন।

প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা, বজালিতে গাছ পড়ে মৃত্যু প্রৌঢ়ার

বজালি (অসম), ২২ এপ্রিল (হি.স.) : বজালি জেলায় গাছের চাপায় মৃত্যুবরণ করেছেন জনৈক প্রৌঢ়া। নিহত মহিলাকে বছর ৭০-এর জানকী বৈশ্য বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

গত তিনদিন ধরে অসমের বিভিন্ন প্রান্তে প্রবল বেগে ঝড়ঝঞ্ঝা বইছে। ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টির প্রভাবে উজান থেকে নিম্ন এবং বরাক উপত্যকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। এরই মধ্যে আজ ভোররাতে বজালি জেলার ওপর দিয়েও বয়ে গেছে ঘূর্ণিঝড় ও শিলাবৃষ্টি। ফলে বহু গাছ-গাছালি ভেঙে পড়েছে বেশ কয়কজন গৃহস্থের বসতঘরের ওপর। এমনই এক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বাঙালিপাড়ায়।

বাঙালিপাড়ায় জনৈক গৃহস্থের বসত ঘরের ওপর একটি গাছ ভেঙে পড়লে নিদ্রাবস্থায় মৃত্যু হয়েছে জানকী বৈশ্যের। ঘটনার পর গৃহস্থের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে পাড়ার মানুষ জমায়েত হয়ে জানকীদেবীকে উদ্ধার করেন। ইত্যবসরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন পুলিশের কর্তারা। তাঁরা মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বজালি সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।

গরম থেকে মিলবে স্বস্তি; তিলোত্তমায় নামল পারদ

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি.স.): অনেক প্রতীক্ষার পর অবশেষে স্বস্তির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। গা জ্বালানো গরম থেকে স্বস্তি দিতে বৃষ্টি আসছে বঙ্গভূমিতে। রবিবারই বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, বৃষ্টি হবে সোমবারও। এই সময়ে ভিজবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাও। আবহাওয়া পরিবর্তিত হতেই তাপমাত্রার পারদও নেমেছে মহানগরীতে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। গত কয়েক দিন ধরেই প্রবল গরমে হাঁসফাঁস হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ। বিভিন্ন জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় ছিল। কলকাতাতেই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়েছিল। এই অসহনীয় গরম থেকে রেহাই পেতে আপাতত বৃষ্টির অপেক্ষায় ছিলেন সকলে। অবশেষে আসছে সেই প্রতীক্ষিত বৃষ্টি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। কোথাও কোথাও হাওয়ার বেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিমি। উত্তরের জেলাগুলিতেও বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। আগামী ৫ দিনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩-৫ ডিগ্রি কমতে পারে কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায়।

সত্যপাল মালিককে নোটিশ পাঠাল সিবিআই

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল(হি.স.) : সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্য পাল মালিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ পাঠিয়েছে বলে কংগ্রেস দাবি করেছে। যদিও সিবিআই আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি নিশ্চিত করেনি।

কংগ্রেসের মুখপাত্র পবন খেড়া শনিবার দলের সদর দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, সত্যপাল মালিক অতীতে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ করেছিলেন, যার কারণে মোদী সরকার মালিকের উপর ক্ষুব্ধ এবং সিবিআইয়ের মাধ্যমে তাকে চুপ করতে চায়।

মোদী সরকারকে কটাক্ষ করে খেড়া বলেন, পুলওয়ামা হামলার বিষয়ে সত্যপাল মালিকের প্রকাশের বিষয়ে সরকার কিছু বলার জন্য পুরো দেশ অপেক্ষা করছে। কিন্তু নীরব মোদী সরকার।

উল্লেখ্য, সত্যপাল মালিক কাশ্মীর এবং গোয়ার দুর্নীতির পাশাপাশি পুলওয়ামা হামলার বিষয়ে একটি সাক্ষাতারের সময় বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন, যার ভিত্তিতে কংগ্রেস দল ক্রমাগত তদন্তের দাবি করছে।

সরকারি বাসভবন ছাড়লেন রাহুল গান্ধী, দেশের প্রতি জ্ঞাপন করলেন কৃতজ্ঞতা

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (হি.স.): মোদী পদবী বিতর্কের জেরে সাংসদ পদ খারিজ হয়েছে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর। গুজরাটের আদালত তাঁকে দু''''বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে। এবার দিল্লিতে নিজের সরকারি বাংলো ছাড়লেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি। ইতিমধ্যেই তাঁর জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

রাহুল গান্ধী শনিবারই তাঁর সরকারি বাংলো ১২, তুঘলক লেন বাংলো লোকসভার সচিবালয়ের কাছে হস্তান্তর করেছেন। তাঁর যাবতীয় জিনিস সনিয়া গান্ধীর বাসভবনে পাঠানো হয়েছে। শনিবার তাঁর সরকারি বাংলো থেকে একটি ট্রাক বের হতে দেখা গিয়েছে। অনুমান, এই ট্রাক করেই জিনিসপত্র সরানো হচ্ছে।

রাহুল গান্ধী এদিন বলেছেন, 'হিন্দুস্তানের মানুষ আমাকে ১৯ বছর ধরে এই বাড়ি দিয়েছে, আমি তাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। সত্যি কথা বলার মূল্য চোকাতে হল আমাকে। তবে, সত্য কথা বলার জন্য যে কোনও মূল্য দিতে আমি প্রস্তুত...।'

ভারতে কোভিড- মৃত্যু আরও ৩২ জনের, সক্রিয় রোগীর সংখ্যাতেও বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের অনেকটাই বাড়ল, এবার ১২-হাজারের গন্ডি পেরিয়ে গেল। বৃদ্ধি পেয়েছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১২,১৯৩ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ৩২ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৬৭,৫৫৬-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.১৫ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। ৩২ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩১,৩০০-এ পৌঁছে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪২,৮৩,০২১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৬৬ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৬০২ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,৩৭,৫৮১ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২১ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ০১,৯৭,৪৭৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

কাশীতে উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হচ্ছে ঈদ-উল-ফিতর

বারাণসী, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : বাবা বিশ্বনাথের নগরী কাশীতে আজ শনিবার উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হচ্ছে মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের উৎসব ঈদ-উল-ফিতর। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে মসজিদ ও ঈদগাহে সকালে ঈদের নামাজ আদায় করেন মুসলিম ভাইরা। দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে ঈদের শুভেচ্ছা জানান।

ঈদ উপলক্ষে সকাল সকাল স্নান সেরে নতুন জামা-কাপড় পরে মানুষ নামাজ পড়তে মসজিদে পৌঁছাতে থাকে। এতে শিশু-কিশোর দেব উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে বিভিন্ন মসজিদ ও ঈদগাহে নামাজ আদায় করা হয়। সবশেষে নিউ রোডে অবস্থিত মসজিদ ল্যাংদে হাফিজে ঈদের নামাজ আদায় করা হয়। সকালে নগরীর ইদগাহ লল্লাপুরা, ফাটমান আলমগীর মসজিদ, জ্ঞানভাপী এবং মসজিদ খেজুর ওয়ালী নয়া সড়ক, কাশী বিদ্যাপীঠ, আলমগীর মসজিদ ও ইদগাহ লোহাতে ঈদের নামাজ আদায় করা হয়।

যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় নার্সিংহোমে ভাঙচুর

দিনহাটা, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : কোচবিহারের দিনহাটায় ভুল চিকিৎসা এক যুবকের মৃত্যুর অভিযোগে নার্সিংহোমে ভাঙচুরের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। শনিবার ঘটনার খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ সেখানে ছুটে যায়। ছুটে আসে তৃণমূল নেতা ও এলাকার বাসিন্দা বিশু ধর। মৃত রোগীর আত্মীয় পরিজনরা এ নিয়ে পুলিশে কোন অভিযোগ না জানালেও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ অবশ্য স্বীকার করেন এক রোগীর মৃত্যুর পর নার্সিংহোমে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। মৃত ওই রোগীর নাম সোমনাথ দেব। দিনহাটা শহরের কলেজপাড়া এলাকায় তার বাড়ি। জানা গিয়েছে, সোমনাথ দেব নামে ওই যুবককে দিনহাটার মদনমোহন বাড়ি এলাকায় বেসরকারি একটি নার্সিংহোমে নিয়ে আসে পরিবারের লোকেরা। খবর পেয়ে চিকিৎসক ছুটে আসে। এরপরই তাকে একটি ইনজেকশন দেওয়া হয়। ওই রোগীর অবস্থা আরো গুরুতর হয়ে উঠলে তাকে কোচবিহারের রেফার করা হয়। আত্মীয় পরিজনরা তাকে কোচবিহারে নিয়ে যাওয়ার পথে রাস্তায় তার মৃত্যু হয় বলে পরিবারের লোকেরা জানান। তাকে আবার দিনহাটায় নার্সিংহোমে নিয়ে আসা হলে পরিবারের লোকেদের পাশাপাশি আশপাশের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে নার্সিংহোমে ভাঙচুর চালায়। খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ সেখানে ছুটে যায়।

রবিবার তেলেঙ্গানার চেভেল্লায় বিজয় সংকল্প সমাবেশে ভাষণ দেবেন অমিত শাহ

হায়দরাবাদ, ২২ এপ্রিল(হি.স.) : আগামীকাল রবিবার তেলেঙ্গানার রাঙ্গারেড্ডি জেলার চেভেল্লায় দলের বিজয় সংকল্প সমাবেশে ভাষণ দেবেন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

রাজ্য বিজেপি কার্যালয় থেকে জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, অমিত শাহ ২৩ এপ্রিল রবিবার বিকেল ৩.৩০ টায় হায়দরাবাদের শামশাবাদ বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন। এখান থেকে বিকেল ৩.৫০ মিনিটে নোভেটেল হোটেলে যাবেন, যেখানে বিকেল ৪টায় আরআরআর চলচ্চিত্রের নাটু নাটু গানের অস্কার পুরস্কার বিজয়ী দলের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। এই সময়ে, লেখক কেভি বিজয়েন্দ্র প্রসাদ, পরিচালক এসএস রাজামৌলি, সঙ্গীত সুরকার এমএম কিরাভানি পাশাপাশি চলচ্চিত্রের শিল্পী জুনিয়র এনটিআর এবং অভিনেতা রাম চরণকে সম্মানিত করা হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ বিকাল ৫.১৫ মিনিটে নোভেটেল হোটেল থেকে চেভেলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে বিজয় সন্ধ্যা ৬টায় সংকল্প সমাবেশে ভাষণ দেবেন। এরপর সন্ধ্যা ৭.৫০ মিনিটে একটি বিশেষ ফ্লাইটে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হবেন তিনি।

চোখের জলে বিদায়, কফিন বন্দি হয়ে পঞ্জাব ও ওড়িশায় ফিরল পুঞ্চে শহীদ জওয়ানদের দেহ

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চে শহীদ জওয়ানদের দেহ ফিরল তাঁদের বাড়িতে, কফিনবন্দি হয়ে। চোখের জলে বীর জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাল গোটা দেশ ও পরিজনরা। শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চে সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারানো ল্যান্স নায়েক দেবাশীষ বাসওয়ালের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ওড়িশার পুরীতে।

এদিনই পঞ্জাবের ভাটিন্ডায় নিয়ে আসা হয় শহীদ জওয়ান সিপাই সেবক সিংয়ের নশ্বর দেহ, তাঁকে এদিন শ্রদ্ধা জানানো হয়। গুরুদাসপুরে নিয়ে আসা হয় সিপাই হরিকিশান সিংয়ের দেহ, আবার পঞ্জাবের মোগায় শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় জওয়ান ল্যান্স লায়েক কুলবন্ত সিংকে, জওয়ান মনদীপ সিংয়ের দেহ লুধিয়ানায় তাঁর গ্রামে নিয়ে আসা হলে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিজনরা।

ব্রিটেনের নতুন উপ-প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন অলিভার ডওডেন

লন্ডন, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : ডমিনিক রাবের পদত্যাগের পর ইংল্যান্ডের উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হলেন অলিভার ডওডেন। শুক্রবার এ পদে তিনি স্থলাভিষিক্ত হন। নিপীড়নের অভিযোগে ডমিনিক রাব পদত্যাগ করেন।

অলিভার ডওডেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের সরকারের কেবিনেট অফিস মিনিস্টার পদে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এর আগে তিনি ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির চেয়ারম্যান ছিলেন। কিন্তু গত জুনে দুটি উপ-নির্বাচনে পরাজয়ের পর পদত্যাগ করেন অলিভার।

অলিভারের নিয়োগের একই ঘোষণায় বিচারমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অ্যালেক্স চাক। এই পদের দায়িত্বও ছিল রাবের কাঁধে।

নিপীড়নের অভিযোগের স্বাধীন তদন্তের পর ডমিনিক রাব পদত্যাগ করেন। প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাককে দেওয়া এক চিঠিতে রাব বলেন, তদন্ত একটি বিপজ্জনক নজির স্থাপন করেছে, তবে তিনি সরকারের সমর্থনে থাকবেন।

তিনি বলেন, আমি তদন্তের আহ্বান জানিয়েছিলাম। নিপীড়নের মতো কিছু পাওয়া গেলে পদত্যাগ করব বলে ঘোষণা দিয়েছিলাম। আমি বিশ্বাস করি, কথা রাখা গুরুত্বপূর্ণ। এটি মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়েরে উদ্বুদ্ধ করবে।

রাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি নিজের অধীনে থাকা বেশ কয়েকজন সরকারি চাকরিজীবীর ওপর নিপীড়ন চালিয়েছেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

স্তন ক্যান্সারের কারণ ও লক্ষণ

স্তন ক্যান্সার নারীদের জন্য এক আতঙ্কের নাম। সমগ্র বিশ্বে নারীদের মৃত্যু হবার অন্যতম প্রধান কারণ ব্রেস্ট ক্যান্সার। স্তন ক্যান্সার দেশের আগের চেয়ে অনেক বেশি হচ্ছে। পূর্বে ৪০ বছরের কম বয়সী নারীর এই রোগ হওয়া খুবই বিরল ছিল। অথচ আজ ১৭ বছরের বালিকাও এ রোগের করুণ শিকার হচ্ছে। সারা বিশ্বে ১১ অক্টোবরকে ব্রেস্ট ক্যান্সার সচেতনতা দিবস এবং অক্টোবর মাস ব্রেস্ট ক্যান্সার সচেতনতা মাস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর প্রায় ১৪,৮৩৬ জন নারী ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত হন এবং তাদের মধ্যে প্রায় ৭,১৪২ জন মৃত্যু বরণ করেন। এ বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে প্রতি বছর সারা বিশ্বে অক্টোবর মাস স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মাস হিসেবে পালিত হয়।

স্তন ক্যান্সার কী ? স্তনের কিছু কোষ যখন অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠে তখন স্তন ক্যান্সার হতে দেখা যায়। তখন এই অনিয়মিত ও অতিরিক্ত কোষগুলো বিভাজনের মাধ্যমে টিউমারে পরিনত হয় এবং রক্তনালী লসিকা ও অন্যান্য মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এই ছড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতাই ক্যান্সার রোগের বিষয়ে আতঙ্কের কারণ। কারণ এমতাবস্থায় বিভিন্ন ধরনের আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সাহায্য নিয়েও রোগীকে পুরোপুরি সুস্থ করে তোলা বা দীর্ঘ জীবনকালের নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। আশার বিষয় হচ্ছে, স্তন ক্যান্সার যদি আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করতে পারি তবে তা সঠিক চিকিতার মাধ্যমে প্রায় শতভাগ নিরাময় করা যায়। স্তন ক্যান্সারের লক্ষণ: স্তনে বা বগলে লাম্প বা পিণ্ড উভয় স্তনের রঙের পরিবর্তন উভয় স্তন থেকে অস্বাভাবিক স্রাব নির্গমন পুরো স্তন বা স্তনের একটি অংশ ফুলে যাওয়া স্তনের আকার বা আকৃতিতে পরিবর্তন স্তনবৃন্তে চুলকানি বা ব্যথা স্তনের ত্বক অস্বাভাবিক কুঁচকে যাওয়া স্তনবৃন্ত ভিতরের দিকে ঢুকে যাওয়া

স্তন ক্যান্সারের কারণ: সন্তানকে নিয়মিত বুকের দুধ না খাওয়ানোর অভ্যাসের কারণে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। অনেক বেশি বয়স পর্যন্ত বিয়ে না করা এবং ৩০ বছর বয়সের পর নারীদের প্রথম সন্তানের মা হওয়া কিংবা সন্তান না নেয়া মহিলাদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়। অতিরিক্ত ওজন বেড়ে যাওয়া এবং শারীরিক পরিশ্রম একেবারেই না করা স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। লিঙ্গভেদে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। একজন নারী পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিতে থাকেন। মহিলাদের মাসিক শুরু এবং বন্ধের বয়সের ওপরেও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি নির্ভর থাকে। যাদের ১২ বছর বয়সের পূর্বে মাসিক শুরু এবং ৫০ বছর বয়সের পর মাসিক বন্ধ হয় তাদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।

গরমে ঘন ঘন স্নান নয়

অতিরিক্ত গরমে টিকে থাকাই মুশকিল। ঘরে-বাইরে কোথাও টিকে থাকা যাচ্ছে না। অনেকেই বারবার স্নান করে নিজেকে ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু গরমে ঘন ঘন স্নানের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। বেশিক্ষণ শাওয়ারে থাকা অনুচিত: বারবার স্নান করুন তাতে সমস্যা নেই। তবে বেশিক্ষণ জলের নিচে থাকবেন না। বিশেষজ্ঞদের মতে, ১০ মিনিটের বেশি শাওয়ারের নিচে থাকলেই বিপদ।

ঘামে ভিজে স্নান নয়: বাড়ি থেকে ফিরেই দৌড়ে স্নানে নয়। ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে স্নান করা ঠিক না। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিন। শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ফিরিয়ে আনার পর স্নানে যেতে হবে। নাহলে আপনার সর্দি-গম্যি হতে পারে।

ভেজা গা নিয়ে এসি কিংবা ফ্যানের নিচে নয়: বাথরুম থেকে বের হয়ে ভেজা চুল ও শরীরে অনেকে এগিয়ে যান। একটু আরাম লাগে সত্য। কিন্তু এভাবে সর্দি ও কাশির সম্ভাবনা অনেক বাড়ে। চুল শুকাতে হলে ফ্যানের বাতাস আছে তবে এসির বাতাসে চুল শুকাবেন না। ঠাণ্ডার ধাঁত যাদের: এ ধরনের মানুষরা দিনে দুবার স্নান করলেই ভালো। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে স্নান করে গা শুকিয়ে ঘুমোতে যান। রাতে চুল না ভেজানোই সবচেয়ে ভালো।

এই গরমে ফুড পয়জনিং? কী করবেন

সারা দেশে তীব্র গরম পড়েছে। প্রতি বছরই এ সময় ফুড পয়জনিংয়ের কারণে ডায়রিয়ার রোগী বেড়ে যায়। ফুড পয়জনিং মূলত খাবার থেকেই হয়। ফলে বমি বা ডায়রিয়ার মতো সমস্যা দেখা দেয়। ফুড পয়জনিংয়ের লক্ষণ খাবার খেয়ে বারবার বমি করা, পাতলা পায়খানা হওয়া, জ্বর, পেট ব্যথা, ক্লান্তি, ক্ষুধামান্দ্য গরমে বাড়ে প্রকোপ: গরমের সময় ফুড পয়জনিং বেশি হয়। এ সময় খাবার দ্রুত পচে যায় বলে এতে জীবাণু সহজে সংক্রমিত হয়। এ জন্য বাসি বা পচা খাবার, গরমে নষ্ট হয়ে যাওয়া খাবার খাওয়া উচিত নয়। পথেঘাটে তৈরি খাবার না খেয়ে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার খেলে ফুড পয়জনিংয়ের আশঙ্কা কমে। কারো ফুড পয়জনিং হলে সময়মতো এর চিকিতা করা না হলে তীব্র জলশূন্যতা, এমনকি রক্তস্বল্পতা সৃষ্টি হয়ে জটিলতা বাড়তে পারে। জলশূন্যতা রোধে ডাব, তরমুজ জাতীয় রসাল ফলমূল খাওয়া উচিত। এতে শরীরে জলর ভারসাম্য রক্ষা হয়। যা রাখতে হবে খাদ্যতালিকায়: ফুড পয়জনিংয়ে আক্রান্তকে দিতে হবে সহজপাচ্য আমিষ। হজমের সুবিধার জন্য মাছ-মাংসের কিমা, সিদ্ধ ডিম দেওয়া যেতে পারে। ডিমের সাদা অংশ, ঘোল ও পাকা কলা, কাঁচকলা ডায়রিয়ায় বেশ কার্যকর। তবে খাবারে ডাল না রাখাই ভালো। এ ছাড়া শিং, মাগুর ও কচি মুরগির মাংসের পাতলা ঝোল জাতীয় খাবার বেশ উপকারী। এতে আলু-পেঁপে-কাঁচকলা-লাউ অথবা আঁশ ছাড়া অন্য কোনো সবজি দিতে পারলে বেশি ভালো ফল পাওয়া যায়। এ সময় প্রচুর পরিমাণে জল পান করতে হবে। স্যালাইন, লেবুর শরবত, ফলের রস খেলেও জলশূন্যতা রোধ করা যাবে। যা এড়িয়ে চলতে হবে: খাবার যেন টাটকা হয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। ডুবোতেলে ভাজা খাবার, মসলা ও ঝালযুক্ত খাবার, মিষ্টি, চাটনি, আচার, কাঁচা সবজি, আঁশযুক্ত খাবার, দুধ ও দুধের তৈরি খাবার, ভুসিযুক্ত রুটি, শসা, মাংস ইত্যাদি এড়িয়ে চলুন। চিকিৎসা: ডায়রিয়া প্রতিরোধে চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ গ্রহণ করা যেতে পারে। সাধারণত তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে এটি ভালো হয়ে যায়। রোগী মুখে না খেতে পারলে এবং জটিল পরিস্থিতি মনে হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে অথবা ভালো কোনো হাসপাতালে ভর্তি করে শিরায় স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে।

প্রবল গরমে ঘেমে-নেয়ে অস্থির? রইল রেহাই পাওয়ার টিপস

বৈশাখের ভ্যাপসা গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা বঙ্গবাসীর। তার উপর বাতাসে আর্দতার পরিমাণও বেশি। ফলে ঘেমে নেয়ে একশা হচ্ছেন আট থেকে আশি। গরমে ঘাম হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু অতিরিক্ত ঘাম হওয়ার ফলে শরীর থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়, ঘাম বসে ঠান্ডাও লেগে যেতে পারে। তবে দৈনন্দিন জীবনে বেশ কিছু নিয়ম মেনে চললেই ঘাম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। দেখে নিন, ঘাম হওয়া কমানোর জন্য কী কী টিপস অনুসরণ করবেন-

গরমের পানীয়

ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে প্রচুর জল বেরিয়ে যায়। যে কারণে শরীরে জলের অভাব পূরণ করতে প্রচুর জল পান করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। জল পান ছাড়াও আপনি ছাতুর শরবত, ঘোল, লস্যি, লেবুর শরবত, ফলের রসে চুমুক দিতে পারেন। ডায়েটিশিয়ানদের মতে, এই সব স্বাস্থ্যকর পানীয় শরীর ঠান্ডা রাখে এবং জলের অভাব হতে দেয় না। ক্যাফেইন এড়িয়ে চলুন দিনে চার-পাঁচ কাপ চা, কফি পানের অভ্যাস থাকে অনেকেরই। কিন্তু গরমের সময় শরীরে বেশি ক্যাফেইন গেলে আরও ঘাম হওয়ার প্রবণতা থাকে। ডায়েটিশিয়ানদের মতে, ক্যাফেইন অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিগুলিকে উদ্দীপিত করে, ফলে আমাদের হাতের তালু, পা এবং আন্ডারআর্মসে আরও ঘাম হয়। তাই চা, কফি কম খান। তেল-মশলাযুক্ত খাবার কম খান ঝাল, তেল, মশলাযুক্ত খাবার গরমে কম খান। এই সব খাবার অতিরিক্ত খেলে ঘামের পরিমাণ বেড়ে যায়। কারণ মশলাদার বা ঝাল বা তৈলাক্ত খাবার শরীর গরম করে। ফলে ঘাম প্রচুর হয়। তাই গুরুপাক খাবার বেশি খাবেন না। শান্ত থাকুন মানসিক চাপ, স্ট্রেস, উতণ্ঠা, ভয়, টেনশন বেশি হলে ঘামও বেশি হয়। মূলত কোনও বিষয় নিয়ে বেশি প্যানিকের কারণেই এমনটা হয়ে থাকে। তাই বিশেষজ্ঞরা সবসময় মাথা ঠান্ডা রাখার পরামর্শ দেন। প্রতিদিন কিছুটা সময় মেডিটেশন করার চেষ্টা করুন। ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজ করতে পারেন। তাহলে দেখবেন ঘাম কম হবে।

অ্যান্টিপারসপিরেন্টস ব্যবহার করুন ঘাম হওয়া কমাতে অ্যান্টিপারসপিরেন্টস ব্যবহার করতে পারেন। অ্যান্টিপারসপিরেন্টের মধ্যে সাধারণত অ্যালুমিনিয়াম-ভিত্তিক যৌগ থাকে, যা অস্থায়ীভাবে ঘাম ঝরানোর লোমকূপগুলোকে বন্ধ করে দেয়।

গরমে হতে পারে হিটস্ট্রোক, যা বলছেন বিশেষজ্ঞরা

সারা রাজ্যে চলছে তীব্র তাপপ্রবাহ। তাপমাত্রা ক্রমেই বাড়ছে। এতে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এদিকে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা তীব্র গরমে ঘর থেকে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এরপরও বিশেষ প্রয়োজনে বের হতে হলে ছাতা এবং রোদচশমা সঙ্গে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন।

বিভিন্ন প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে যাদের ঘরের বাইরে বের হতে হচ্ছে, এই তীব্র গরমে তাদের হিটস্ট্রোক হতে পারে বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। কেউ হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হলে তার জীবনে অনেক বড় বিপদ ঘটতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত চিকিৎসা না দিলে প্রাণহানির ঝুঁকিও থাকে। চিকিৎসকরা বলছেন, হিটস্ট্রোক হলে সাধারণত একজন মানুষ হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন।

জ্ঞান হারানোর আগে মাথা দপদপ করা, মাথা ঘোরা, মাথা হালকা অনুভব করা, পেশির দুর্বলতা কিংবা পেশির ব্যথার মতো কিছু উপসর্গও দেখা দিতে পারে। তিনি বলেন, হিটস্ট্রোকে আক্রান্তদের কারো কারো হৃতিগুের গতি বেড়ে যেতে পারে। এ সময় রোগীর খিঁচুনি, ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস, বমিভাব কিংবা বমি হতে পারে। রোগী দৈবাতঅসংলগ্ন আচরণও করতে পারেন। কোনো মানুষের মধ্যে এ ধরনের উপসর্গ দেখা দিলে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত ছায়া ও হাওয়াযুক্ত জায়গায় নিয়ে বিশ্রামে রাখতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় গলা পর্যন্ত ঠান্ডা জলে ডুবে থাকতে পারলে। তবে অনেক ক্ষেত্রে এরকম সুযোগ পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে ঠান্ডা জলে রোগীকে স্নান করাতে হবে। এছাড়া রোগীর গায়ে থাকা মোটা বা অতিরিক্ত কাপড় সরিয়ে দেওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন চিকিৎসকরা। এ সময় রোগীর আচরণ অসংলগ্ন হলে, জ্ঞান না থাকলে, খিঁচুনি হলে কিংবা শ্বাসপ্রশ্বাস অস্বাভাবিক হলে এবং রোগী স্বাভাবিক অবস্থায় না ফেরা পর্যন্ত জল খাওয়ানো যাবে না। অতি গরমে শিশু বা বয়স্কদের রুমের বাইরে বের না হওয়া প্রয়োজন। রোজাদারদের বেশি বেশি শরবত, জল ও ঘরে বানানো বিভিন্ন ফলের জুস এবং তরল খাবার খেতে হবে।

গরমকালে পাতে থাক এই ৫ পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার

গরমকালে শরীর অল্পতেই দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রচন্ড রোদে একেবারে কাহিল হয়ে পড়ে শরীর। ঘেমেনেয়ে শরীর থেকে সব তরল বেরিয়ে যায়। তাই অল্পেই ডিহাইড্রেশনের শিকার হতে হয় গ্রীষ্মে। কোনও কাজ করার এনার্জি থাকে না। তাই এই সময়ে খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর দেওয়া খুবই জরুরি। যাতে খাবারের মাধ্যমে কর্মশক্তি পায় শরীর।

এই সময় খেতে হবে এমন কিছু খাবার, যা শরীর ঠান্ডা রাখবে, তার সঙ্গে জোগাবে পুষ্টি। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক, গরমের সময় রোজ কোন কোন পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার খেলে শরীর থাকবে চাঙ্গা।

ভিটামিন সি - ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং উপকারী। ত্বক সুস্থ রাখতেও সাহায্য করে এই ভিটামিন। গরমের সময় আমাদের ত্বক সবচেয়ে বেশি অতিবেগুনি রশ্মির সংস্পর্শে আসে, যা ফ্রি র্যাডিক্যালের উতাদন এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস বাড়াতে পারে। ভিটামিন সি অত্যন্ত শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা ফ্রি র্যাডিক্যাল নিষ্ক্রিয় করে এবং ত্বকের ক্ষতি হতে দেয় না। কমলালেবু, কিউই, পাতিলেবু, বাতাবি লেবু, টমেটো, আলু, স্ট্রবেরি, ব্রকোলি, পেঁপে - এই সব ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার আপনার রোজকার ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।

ম্যাগনেশিয়াম - পেশী সুস্থ রাখতে এবং স্নায়ুর কার্যকারিতা ঠিক রাখার জন্য ম্যাগনেশিয়াম অপরিহার্য। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং ইমিউনিটি শক্তিশালী করে তোলে। গরমের সময় প্রচুর ঘাম হয়, যে কারণে ইলেক্ট্রোলাইট ভারসাম্যহীনতা দেখা দিতে পারে। ম্যাগনেসিয়াম এক ধরনের ইলেক্ট্রোলাইট, যা আমাদের শরীরে তরলের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

চিয়া বীজ, আমন্ড, পালং শাক, কাজুবাদাম, চিনাবাদাম, সয়া দুধ, ডার্ক চকোলেটের মতো ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার নিয়মিত খেতে পারেন।

পটাশিয়াম - ম্যাগনেশিয়ামের মতো, পটাশিয়ামও এক ধরনের ইলেক্ট্রোলাইট এবং শরীরে তরল ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সুস্থ পেশী এবং স্নায়ু কার্যকারিতা উন্নত করে। গরমকালে ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে পটাশিয়াম বেরিয়ে যায়। যার ফলে পেশীতে খিঁচুনি, ক্লান্তি এবং দুর্বলতা অনুভব হয়। তাই শরীর থেকে হারিয়ে যাওয়া ইলেক্ট্রোলাইট পূরণে পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার অবশ্যই খান।

বিনস, মসুর ডাল, ব্রকোলি, অ্যাভোকাডো, কলা, ড্রাই ফ্রুটস যেমন কিশমিশ এবং এপ্রিকট - এগুলি পটাশিয়ামের দুর্দান্ত উৎস। রোজের ডায়েটে অবশ্যই রাখুন।

জিঙ্ক - জিঙ্ক সমৃদ্ধ খাবার গরমকালে বেশি পরিমাণে খান। ইমিউনটি বাড়াতে এবং ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করে জিঙ্ক। তাই রোগ প্রতিরোধ করতে রোজ পর্যাপ্ত পরিমাণ জিঙ্ক গ্রহণ করুন। কর্নফ্লেক্স, দই, কাজুবাদাম, বাদাম, আস্ত শস্যদানা, কুমড়োর বীজে প্রচুর পরিমাণে জিঙ্ক থাকে।

প্রোটিন - পেশী, হাড়, হরমোন এবং অ্যান্টিবডি-সহ শরীরের প্রতিটি কোষ প্রোটিন থেকে তৈরি! তাই শরীরের প্রতিটি কোষের প্রোটিন খুবই প্রয়োজন। শারীরিক বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্যও প্রোটিন অতি গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সামুদ্রিক খাবার, ডিম, দুগ্ধজাত পণ্য, ডাল, বীজ এবং বাদাম প্রোটিনে ভরপুর। তাই এই সব খাবার অবশ্যই রাখুন ডায়েটে।

জল - গ্রীষ্মকালে ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে প্রচুর তরল বেরিয়ে যায়। তাই এই সময় হাইড্রেট থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারা দিনে প্রচুর জল পান শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধে সাহায্য করে। এর পাশাপাশি জল পানের ফলে হজমও ভালো হয় এবং ত্বকও ভালো রাখে।

প্রতিদিন কমপক্ষে ৮-১০ গ্লাস জল পান করুন। এ ছাড়া, তরমুজ, শসা এবং সাইট্রাস ফলের মতো হাইড্রেটিং খাবার নিয়মিত খান।

রোদ থেকে ফিরে কি ঠান্ডা জল খাওয়া উচিত?

রোদ মাথায় নিয়ে কাজের প্রয়োজনে বাইরে বেরোতে হয় অনেককেই। রোদ থেকে ফিরে ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জল খাওয়ার প্রবণতা অনেকেরই আছে। চিকিৎসকদের মতে, এভাবে ফ্রিজের ঠান্ডা জল খাওয়া মোটেও ঠিক নয়। হঠাতশরীরে ঠান্ডা জল প্রবেশ করলে রক্তনালিগুলি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ঠান্ডা লেগে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। শ্বাসনালিতে শ্লেষ্মার অতিরিক্ত আস্তরণ তৈরি হয়। যার ফলে শ্বাসযন্ত্রজনিত বিভিন্ন সংক্রমণের আশঙ্কা তৈরি হয়। চিকিতকদের মতে, গরম থেকে ফিরেই জল খাওয়ার আগে কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। শরীরের ঘাম শুকিয়ে এলে তারপর জল খাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ফ্রিজের ঠান্ডা জল খাওয়া মোটেও ঠিক নয়। আমরা যদি রোদ থেকে ফিরেই বেশি ঠান্ডা জল খেয়ে ফেলি তাহলে হতে পারে নানান সমস্যা। অত্যধিক ঠান্ডা জল খাওয়ার অভ্যাস মাইগ্রেনের কারণ হতে পারে। ঠান্ডা জল খেলে হজমের সমস্যা বাড়তে পারে। পাশাপাশি পেটে ব্যথা এবং ডায়রিয়ার সমস্যাও দেখা দিতে পারে। ঠান্ডা জল খাওয়ার অভ্যাস থাকলে দাঁতের সমস্যা আরও বেড়ে যেতে পারে। নিয়মিত ঠান্ডা জল খাওয়ার অভ্যাসে থাইরক্সিন হরমোনের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। ফলে থাইরয়েড হওয়ার আশঙ্কাও বাড়ে। একই সঙ্গে টনসিল গ্রন্থি ফুলে গলাব্যথার সমস্যাও হতে পারে।

সব ফলেই নুন, চাট মশলা মিশিয়ে খান?

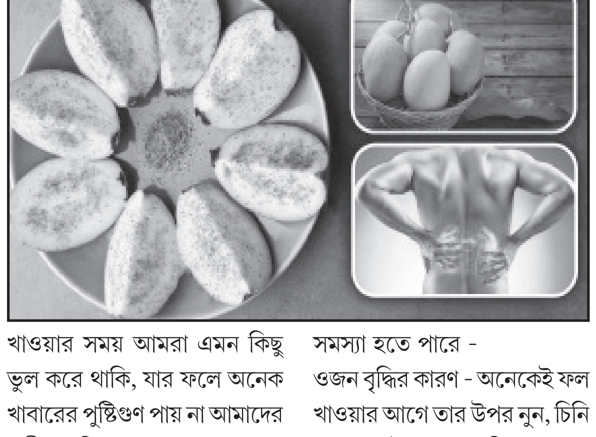

খাওয়ার সময় আমরা এমন কিছু ভুল করে থাকি, যার ফলে অনেক খাবারের পুষ্টিগুণ পায় না আমাদের শরীর। বিশেষত ফল খাওয়ার ক্ষেত্রে। অনেকেই ফল খান নুন, চিনি কিংবা চাট মশলা মিশিয়ে। এতে ফলে স্বাদ বাড়ে ঠিকই, তবে পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়। যে কারণে নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়।

জেনে নিন, ফলে নুন বা মশলা মিশিয়ে খেলে কী কী শারীরিক সমস্যা হতে পারে -

ওজন বৃদ্ধির কারণ - অনেকেই ফল খাওয়ার আগে তার উপর নুন, চিনি অথবা চাট মশলা ছড়িয়ে নেন। এদিকে ফলের মধ্যে প্রাকৃতিক মিষ্টি থাকেই। সেই মিষ্টিই আমাদের শরীরের জন্য যথেষ্ট। আলাদা করে চিনি মেশালে ক্যালোরির পরিমাণ বেড়ে যাবে, যার ফলে আপনার ওজন বাড়বে। ডায়াবেটিস থাকলেও শারীরিক সমস্যা বাড়তে পারে।

পুষ্টিগুণ নষ্ট হয় - ফলের উপর লবণ বা মশলা ছড়ালে, ফলের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়। ফলের প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ বেরিয়ে যায়। আবার, নুন খেলে ব্লাড প্রেশারও বাড়ে। তাই হার্টের অসুখে আক্রান্তরাও নুন মেশাবেন না। তাছাড়া, ফলমূলে লবণ না মেশানো হলে ফল থেকে কম জল ঝরবে, যে কারণে পুষ্টিগুণও অটুট থাকবে।

কিডনির ওপর প্রভাব ফেলে - ফলে নুন বা মশলা মেশালে শরীরে সোডিয়ামের আধিক্য হতে পারে। সোডিয়াম কিডনির জন্য খুব খারাপ এবং আমাদের শরীরে জলও ধরে রাখে। তাই কিডনি রোগীদের লবণ বা মশলা ছাড়াই ফল খাওয়া শ্রেয়।

চাট মশলা খাবেন না - চাট মশলা খাবারের স্বাদ বাড়ায়। তবে চাট মশলায়ও থাকে সোডিয়াম। কিছু কিছু চাট মশলায় আবার সামান্য চিনিও থাকে। তাই সুগার রোগীরা এর থেকে দূরে থাকুন। ডায়াবিটিস, ব্লাড প্রেশার, হার্টের অসুখে আক্রান্তদেরও খাওয়া চলবে না চাট মশলা।

পেট ভার থাকা - নুন ও মশলা ফলে মিশিয়ে খেলে পেট ভার হয়ে থাকে। সারা দিন পেট ফাঁপা এবং শারীরিক অস্বস্তি দেখা দেয়।

ফলে এই মশলা দিয়ে খান - আয়ুর্বেদ অনুসারে, শরীর সুস্থ থাকার জন্য একটা সময়ে কেবল একটি ফল খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। গরমকালে ফলের উপর এলাচ এবং গোলমরিচ গুঁড়ো, আর শীতকালে দারুচিনি এবং লবঙ্গের গুঁড়ো ছড়িয়ে খেতে পারেন। এতে স্বাদও দ্বিগুণ হবে, আর স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি হবে না।

টেকসই উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (হি.স.): টেকসই উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত। শনিবার বসুন্ধরা দিবসে এই বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার বসুন্ধরা দিবস উপলক্ষ্যে জোর দিয়ে জানান, ভারত প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপনের সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে টেকসই উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানান, 'বসুন্ধরা দিবসে, আমি আমাদের ধরিত্রীকে আরও সুন্দর করার জন্য যারা কাজ করছেন তাঁদের সকলকে প্রশংসা করি। ভারত প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে টেকসই উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রসঙ্গত, পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে বিশ্বব্যাপী ২২ এপ্রিল দিনটি বসুন্ধরা দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

অক্ষয় তৃতীয়ায় কাশীর গঙ্গায় পুণ্যস্নান ভক্তদের

বারাণসী, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : শনিবার, ধর্মনগরী কাশীতে অক্ষয় তৃতীয়ায়, ভক্তরা পুণ্য লাভের আশায় পবিত্র গঙ্গায় পবিত্র ডুব দিয়েছেন এবং ঘাটে ব্রাহ্মণ ও অভাবীদের দান করেন। স্নান ধ্যানের পর ভক্তরা শ্রী কাশী বিশ্বনাথ, কালভৈরব ও সংকটমোচন দরবারে যোগ দেন। অক্ষয় তৃতীয়ায় গঙ্গা স্নান করতে সকাল থেকেই ঘাটে আসতে শুরু করেন ভক্ত নারী-পুরুষ। প্রাচীন দশাশ্বমেধ, শীতলাঘাট, পঞ্চগঙ্গা, অসি, মানসরোবর, অহিল্যাবাই, সমনেঘাট গঙ্গায় স্নানের জন্য ভক্তরা জড়ো হন। গঙ্গা স্নানের পরে, লোকেরা মা গঙ্গাকে দুধ অভিষেকও করেছিল। লোকেরা গঙ্গাঘাটে ব্রাহ্মণদের ঝাঁঝর, তালের পাখা এবং খাদ্যশস্যও দান করেন।

গ্রাহক সংযোগ ও পণ্য পরিবহণ উন্নয়নে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল

গুয়াহাটি, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : পণ্যবাহী ট্রাফিক পরিবহণ ব্যবস্থা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে গ্রাহকদের দ্বারা বিভিন্ন সামগ্রীর পরিবহণ সহজ করে তুলতে ধারাবাহিকভাবে পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবহণকারীরা বিশাল পরিমাণে উপকৃত হবেন বলে প্রত্যাশা করছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। এক প্রেসবার্তায় উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানান, গ্রাহক সংযোগ এবং পণ্য পরিবহণ আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে লামডিং ডিভিশনের মৈনারবন্দ স্টেশনকে স্টোন চিপস পরিচালনার জন্য বিকশিত করা হয়েছে। কৌশলগত মার্কেটিং প্রচেষ্টার ফলে ২১ মার্চ স্টোন চিপের প্রথম রেক লোড করা হয়েছিল। এছাড়া, ইন্দো-নেপাল সীমান্তে ইন্ডিয়ান কাস্টম ইয়ার্ড (আইসিওয়াই) এবং নেপাল কাস্টম ইয়ার্ড (এনসিওয়াই) পরিচালনার জন্য জোনাল স্তরে একটি সমঝোতা চুক্তি চূড়ান্ত করা হয়েছে। ভারত ও নেপালের মধ্যে ক্রস বর্ডার ট্রাফিক চলাচল পরিচালনা করতে ২৯ মার্চ কাস্টম, আইআরসিওএন এবং রেলওয়ের মধ্যে যৌথ ত্রিপাক্ষিক পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়েছে।

এছাড়া, পরিকল্পিত মার্কেটিং প্রচেষ্টার ফলে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন থেকে আলুর ৮.৫ রেক বুক করা হয়েছিল, যা ২০২৩-এর মার্চ মাসে অতিরিক্ত পণ্য রাজস্ব নিয়ে এসেছিল।

গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নতুন টার্মিনাল খোলার ফলে পণ্যবাহী ট্রেনের লোডিং ও আনলোডিং বৃদ্ধি পেয়েছে। যার পরিণাম হিসেবে আগামী বছরগুলিতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

বেপরোয়া গতির জেরে বাস দুর্ঘটনায় মৃত ১

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : সল্টলেকে বেপরোয়া গতির জেরে বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একজনের। শনিবার সকালে দুর্ঘটনা ঘটে।

আইল্যান্ডে ঘোরার সময় বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। সল্টলেকের জিসি কমিউনিটি হলের সামনে এই দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে বাসের সামনের অংশ। এদিন যাদবপুর এইটবি-করুণাময়ী এস-৯ বাসটি একটি গাছে গিয়ে ধাক্কা মারে। আহত হন ৮-১০ জন। বৃন্দাবন প্রধান নামে এক রিকশা চালকের মৃত্যু হয়। এদিন সকাল সাড়ে ১১টা থেকে পৌনে ১২টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। যাদবপুর থেকে করুণাময়ীর দিকে আসছিল বাসটি। আইল্যান্ডে ঘোরার সময় সেখানে থাকা একটি রিক্সা স্ট্যান্ডে উঠে পড়ে বাসটি। এরপরই ফুটপাথে উঠে একটি গাছে ধাক্কা মারে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। কয়েকজনকে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতাল ও কয়েকজনকে বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

জানা গিয়েছে, বৃন্দাবন প্রধান মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। কেষ্টপুরে ভাড়া থাকতেন তিনি

সকলে শান্তিতে থাকুন, কারও প্ররোচনায় পা দেবেন না, খুশির ইদে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি.স.): সকলে শান্তিতে থাকুন, কারও প্ররোচনায় পা দেবেন না, খুশির ঈদে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের এই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সকালে কলকাতার রেড রোডে ঈদ উপলক্ষে হওয়া এক অনুষ্ঠানে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই অনুষ্ঠানে মমতা বলেন, “সকলে শান্তিতে থাকুন। কারও প্ররোচনায় পা দেবেন না। বাংলায় যাতে অশান্তি হয়, তার চেষ্টা করছে বিজেপি সরকার। কোনও ভাবে বাংলায় অশান্তি বরদাস্ত করব না।”

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'আমরা বাংলায় শান্তি চাই। আমরা দাঙ্গা চাই না। আমরা শান্তি চাই। আমরা দেশে বিভাজন চাই না। যারা দেশে বিভাজন তৈরি করতে চায়, আমি আজ ঈদের দিন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি জিজের জীবন দিতেও প্রস্তুত কিন্তু আমি দেশকে ভাগ হতে দেব না। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'কেউ বিজেপির কাছ থেকে টাকা নিয়ে বলে মুসলিম ভোট ভাগাভাগি করবে। আমি তাঁদের বলছি, বিজেপির পক্ষে মুসলিম ভোট ভাগ করার সাহস তাঁদের নেই।নির্বাচনের এক বছর বাকি, দেখুন কে নির্বাচিত হবেন আর কে হবেন না।' মমতা জোর দিয়ে বলেছেন, 'গণতন্ত্র চলে গেলে সব চলে যাবে। এখন সংবিধান বদলানো হচ্ছে, ইতিহাস পাল্টানো হচ্ছে। তাঁরা এনআরসি নিয়ে এসেছে; আমি তাদের বলেছি যে আমি তাঁদের তা করতে দেব না।'

সুদানে ঈদে ৭২ ঘণ্টার অস্ত্রবিরতির মধ্যেই সংঘাত

খার্তুম, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : ঈদ উপলক্ষে সেনাবাহিনীর অস্ত্রবিরতির ঘোষণার পরও সুদানের রাজধানী খার্তুমে সংঘাত চলছেই। তবে জানা গেছে, রাজধানী খার্তুমেরর আশেপাশে গোলাগুলি চলছেই।

শুক্রবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় সুদানি সেনাবাহিনী জানায়, লোকজন যাতে ঈদুল ফিতর পালন করতে পারে সেজন্য, তারা তিন দিনের অস্ত্রবিরতিতে সম্মত।

অন্যদিকে, প্রতিপক্ষ আধা সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) একই দিন বলেছিল যে, ঈদ উপলক্ষে তারাও ৭২ ঘণ্টার অস্ত্রবিরতিতে সম্মত হয়েছে।

সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছিল, তারা আশা করে বিদ্রোহীরা অস্ত্রবিরতির প্রয়োজনীয় সবকিছু মেনে চলবে এবং যেকোনো সামরিক পদক্ষেপ বন্ধ করবে।

তবে জানা গেছে, রাজধানী খার্তুমেরর আশেপাশে গোলাগুলি চলছেই।

রাজধানী খার্তুমেরর আশেপাশের বাসিন্দারা বলছেন, রাজধানীর দক্ষিণ অংশে সেনাবাহিনী ও আরএসএফের সদস্যরা তীব্র সম্মুখ লড়াইয়ে লিপ্ত।

তুমুল গোলাগুলি চলছে। প্রসঙ্গত, গত শনিবার থেকে সুদানে সেনাবাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনীর মধ্যে সংঘাত চলছে। সুদানে চলমান সংঘাতে এ পর্যন্ত চারশর বেশি লোক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত সাড়ে তিন হাজারের বেশি লোক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এমনটি জানায়।

খুলে গেল গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী ধাম

খারসালি (উত্তরাখণ্ড), ২২ এপ্রিল (হি.স.): অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ মহুর্তে পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে গেল গঙ্গোত্রী এবং যমুনোত্রী ধাম।এই উপলক্ষ্যে শনিবার সকালে উত্তরকাশির গঙ্গোত্রী ধামে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আবার খারসালি থেকে যমুনোত্রী ধামে ডোলি করে মা যমুনাকে নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। সকালে খারসালির মা যমুনা মন্দিরে বিশেষ পূজার্চনাও করা হয়, তাতে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। হেলিকপ্টারে পুষ্প বর্ষণ করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, 'যমুনোত্রী ধাম থেকে শনিবার চারধাম যাত্রা শুরু হয়েছে। এরপরে, গঙ্গোত্রী ধাম আজ খুলবে, ২৫ এপ্রিল কেদারনাথ ধাম এবং ২৭ এপ্রিল বদ্রীনাথ ধাম পুণ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হবে... প্রধানমন্ত্রী মোদীর নামে আজ প্রথম পুজো অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে সনাতন সংস্কৃতি, ধর্মীয় স্থান ও তীর্থস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর নেতৃত্বেই এ সব করা হয়েছে। সুতরাং, প্রথম পুজোটি তাঁর নামে করা হয়েছিল, কারণ তিনি চারটি ধাম এবং ভগবান শিবের ভক্ত।'

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক যান চলাচল স্বাভাবিক

জম্মু, ২২ এপ্রিল(হি.স.) : আজ শনিবার সকাল থেকে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। তবে শ্রীনগর-লেহ হাইওয়ে এবং মুঘল রোড যান চলাচলের জন্য বন্ধ রয়েছে। এদিন সকাল ৬টা থেকে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে জম্মু থেকে শ্রীনগর এবং শ্রীনগর থেকে জম্মু পর্যন্ত হালকা যান চলাচল করছে। হালকা যান চলাচলের পরই ভারী যান জম্মু থেকে শ্রীনগরের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়িগুলো যেতে দেওয়া হবে।

এছাড়াও শ্রীনগর-লেহ হাইওয়ে এবং মুঘল রোড যান চলাচলের জন্য বন্ধ রয়েছে। শ্রীনগর-লেহ হাইওয়ে মেরামত করা হচ্ছে। মুঘল রোড থেকে বরফ সরানো হচ্ছে।

অনলাইন শেষে ফের সোমবার থেকে অফলাইনের ক্লাশে উদ্যোগী নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : ছুটির পর ফের স্কুল খোলার পথে হাঁটতে চলেছে বেশিরভাগ বেসরকারি স্কুল। অর্থাৎ, অনলাইন শেষে ফের সোমবার থেকে অফলাইনের ক্লাশ ফিরতে চলেছে। তবে, নির্দিষ্ট নির্দেশিকা না আসায় সরকারি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এখনও স্পষ্ট করে জানাতে পারছে না। পড়ুয়ারাও কিছুটা ফাঁপড়ে।

রেকর্ড ভাঙা গরমের কারণে পড়ুয়াদের কথা ভেবে কালিম্পং ও দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি এলাকা বাদ দিয়ো স্কুল কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে গত সোমবার থেকে প্রাথমিকভাবে ছুটি ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেসরকারি ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার আবেদন করেন তিনি। তবে কিছু বেসরকারি স্কুল অনলাইনে ক্লাস নেওয়া শুরু করে। শিক্ষা দফতরের নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, এক সপ্তাহ বা পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগে পর্যন্ত এই ছুটি থাকবে।

স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, বিশেষ ছুটি বাড়ানো নিয়ে কোনও রকম আলোচনা হয়নি দফতরের অন্দরে। এই সংক্রান্ত নতুন কোনও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি। তাই সোমবার থেকেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে যেতে পারে। বিকাশ ভবনের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের মতে, এক সপ্তাহের সাময়িক ছুটির কারণে একাংশ শ্রেণির প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার সূচি বলল করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

যে স্কুলগুলিতে একাদশের প্র্যাকটিকাল বাতিল হয়েছে সেগুলিকে ২৪ থেকে ২৯ এপ্রিলের মধ্যে পরীক্ষা নিতে বলা হয়েছে। আবার ২ মে থেকে স্কুলে গরমের ছুটি শুরু হওয়ার কথা। তাই ছুটি বাড়ানো হলে পরীক্ষা কখন হবে। আর এই কারণেই সাময়িক ছুটি না বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে বলেই মত ওই আধিকারিকের।

রানি রাসমনি গ্রিন ইউনিভার্সিটির ডঃ উপাচার্য আশুতোষ ঘোষ, মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ গোপাল চন্দ্র বেরা, আসানসোলের কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ডঃ সাধন চক্রবর্তী, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ওমপ্রকাশ মিশ্র, বেসরকারি সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ডঃ ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ শনিবার সকাল এই প্রতিবেদককে জানান, সোমবার থেকে অফলাইন ক্লাশ শুরু হবে। কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মিতা ব্যানার্জী দুপুরে এই প্রতিবেদককে জানান, “হওয়ার কথা?। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ আশিস চট্টোপাধ্যায় সকাল পৌনে ১০টায় জানান, “হতে পারে”। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হেরিটেজ ইন্সটিট্যুট অফ টেকনোলজির অধ্যক্ষ, কল্যান ভারতী ট্রাস্টের (ছ'টি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক সংস্থা) সিনিয়র ডিরেক্টর ডঃ বাসব চৌধুরী শনিবার সকাল সাড়ে সাতটায় এই প্রতিবেদককে জানান, কর্তৃপক্ষ এখনও কোনও নোটিশ জারি করেননি।

ডিপিএস মেগাসিটি সোমবার থেকে শারীরিক ক্লাস পুনরায় শুরু করার জন্য শুক্রবার অভিভাবকদের একটি নোটিশ জারি করেছে। রামমোহন মিশন স্কুলও তাই। ইন্ডাস ভ্যালি ওয়ার্ল স্কুলের ডিরেক্টর অমিতা প্রসাদ বলেন, 'আমরা ব্যক্তিগত ক্লাস শুরু করতে আগ্রহী কারণ যোগব্যায়াম, মার্শাল আর্ট, শিল্প ও কারুশিল্পের মতো সমস্ত কার্যকলাপ ক্লাস বন্ধ হওয়ার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু একটি শিশুর সামগ্রিক বিকাশের জন্য এই ক্লাসগুলি সমানভাবে প্রয়োজন।'

ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুলের অধ্যক্ষ রঞ্জন মিত্র বলেন, 'ব্যক্তিগত ক্লাস সবসময় ছাত্রদের জন্য ভাল।

কিছু অভিভাবক তাদের জানিয়েছিলেন যে তাঁরা দুজনেই কাজ করছেন বলে তাঁদের বাচ্চাকে বাড়িতে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে।” লক্ষ্মীপত সিংহানিয়া একাডেমির পরিচালক মীনা কাক বলেছেন, 'আমরা এবার অনলাইন ক্লাসের জন্য স্ক্রিন টাইম ৪০ মিনিট থেকে কমিয়ে ৩০ মিনিট করেছি এবং শিক্ষকদের ক্লাস চলাকালীন কিছু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে প্রয়োজন অনুযায়ী অনলাইন ক্লাস নেওয়া হয়েছে। সোমবার থেকে পূর্ণাঙ্গ ক্লাস শুরু হবে। কলেজিয়াম আসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টাস ও অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেসেন্স-এর সম্পাদক সৌদীপ্ত দাস বলেন, 'নতুন করে বিজ্ঞপ্তি না বেরোলে সোমবারই স্কুল খুলবে।”

বজেপির বিরুদ্ধে মনোনয়নপত্র বাতিলের চক্রান্ত করার অভিযোগ কংগ্রেসের শিবকুমারের

বেঙ্গালুরু, ২২ এপ্রিল(হি.স.) : কর্ণাটকে ভোটের আবহে বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ডি কে শিবকুমার । তাঁর অভিযোগ, বিজেপি, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর দফতর ও আইন বিভাগ তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল করার চক্রান্ত করছে । শনিবার নিজের বাড়িতে এক সাংবাদিক বৈঠক করেন কংগ্রেসের এই নেতা । সেখানেই তিনি এই অভিযোগ করেন ।

তাঁর অভিযোগ, কর্ণাটকের একাধিক বিধানসভা আসনে বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্রে ত্রুটি রয়েছে । অথচ তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিলের চক্রান্ত চলছে । মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকেই এর নির্দেশ গিয়েছে । ওই দফতরের ফোন কলের রেকর্ড খতিয়ে দেখলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে । তাই এই নিয়ে তদন্তের আর্জি জানিয়েছেন শিবকুমার । একই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁর মনোনয়নপত্র নিয়ে যদি এমন চক্রান্ত হয়, সেক্ষেত্রে অন্যদের ক্ষেত্রে কী হতে পারে ?

২০০৮ সাল থেকে কর্ণাটকের কনকপুরের বিধায়ক শিবকুমার । এবারও তিনি ওই কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন । জমা দিয়েছেন মনোনয়নপত্র । সেই মনোনয়নপত্র বাতিল করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন । তাঁর অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য তিনি ওই সাংবাদিক বৈঠক থেকেই নির্বাচন কমিশনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন ।

মালদার জুট মিলে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড, পুড়ে ছাই কয়েক লক্ষ টাকার পাটজাত সামগ্রী

গাজোল, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : মালদার গাজোলে জুট মিলে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড। শনিবার গাজোলের দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জগদীশপুর গ্রাম সংলগ্ন চাকদা মোড়ে একটি জুট মিলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মিলের কর্মচারীরা ও দমকলের তিনটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। অগ্নিকান্ডে লক্ষ লক্ষ টাকার পাটজাত সামগ্রী পুড়ে গিয়েছে।

শনিবার এদিন দুপুরে প্রথমে গাজোলের দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জগদীশপুর গ্রাম সংলগ্ন চাকদা মোড়ে একটি জুট মিলে ভয়াবহ অগ্নিকান্দের ঘটনা ঘটে। প্রথমে মিলের কর্মচারীরা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। কিন্তু মজুত করে রাখা পাটে মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। অবস্থা বেগতিক দেখে খবর দেওয়া হয় দমকলে। বুনিয়াদপুর থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগালেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এরপর মালদা থেকে দমকলের আরেকটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। এছাড়াও পাশের পুকুরে লাগানো হয় পাম্প সেট। মিলের নিজস্ব মেশিন থেকেও জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজ চলে।কিছুক্ষণের মধ্যে দমকলের আরও একটি ইঞ্জিন এলে মোট তিনটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। দমকল কর্মীদের অনুমান আগুন সম্পূর্ণভাবে নিভিয়ে ফেলতে আরও কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের চেষ্টায় মিলের ভেতর থেকে কিছু সামগ্রী বের করে আনা সম্ভব হলেও লক্ষ লক্ষ টাকার পাটজাত সামগ্রী পুড়ে গিয়েছে। গাজোলে একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দমকল কেন্দ্র স্থাপনের দাবি আরও জোরালভাবে উঠতে শুরু করেছে।

গঙ্গারামপুরে অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত সাতটি দোকান

গঙ্গারামপুর, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব হালদার পাড়া বাঁধমোড় এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেল সাতটি দোকান। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে।

গঙ্গারামপুরেরবাজারগুলির মধ্যে অন্যতম বাঁধমোড় এলাকা। বাজারটিতে প্রায় ১৮৬টি স্থায়ী দোকান রয়েছে। এছাড়াও প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় ফুটপাতে মাছ, সবজি ও ফাস্টফুডের দোকান বসে। প্রতিদিনের মত শুক্রবার রাতে ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ করে বাড়ি যান। গভীর রাতে একটি জুতোর দোকানে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা আগুন দেখতে পেয়ে নেভানোর চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ার। আগুনে সাতটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। কীভাবে আগুন লাগল তাও জানা যায়নি। দমকলের প্রাথমিক অনুমান শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। তদন্ত চলছে।

দ্য পাওয়ার কো গ্রীন সিগন্যাল সৌর শক্তির ব্যবহার নিয়ে চলচ্চিত্র

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল।। টেকসই প্রকৃতপক্ষে অর্জনযোগ্য। ভারতে সবুজ শক্তি গ্রহণের প্রচারের জন্য দীর্ঘমেয়াদী গণআন্দোলন একটি বড় ধাক্কায়। ভারতের বৃহত্তম ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার কোম্পানিগুলির মধ্যে একটি টাটা পাওয়ার এবং নিউজ১৮ আর্থ ডে ২০২৩-এ টেলিভিশন এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে একটি অনুপ্রেরণামূলক চলচ্চিত্র প্রকাশ করেছে। যার থিম 'আমাদের গ্রহে বিনিয়োগ করুন'। লাদাখে স্থাপিত, ফিল্মটি চিত্রিত করে যে কীভাবে সৌর শক্তি একটি দুর্দান্ত সম্ভাবনার ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

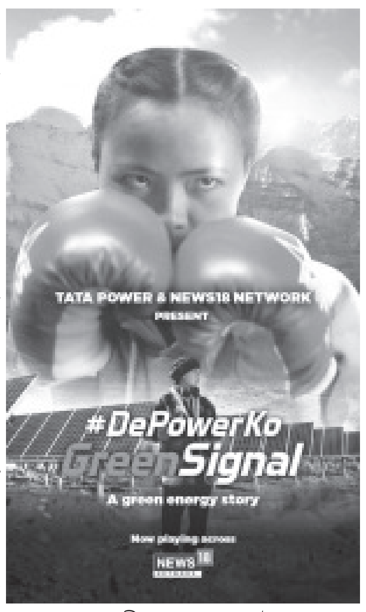

ফিল্মের মুখ্য চরিত্রে লাদাখের একজন তরুণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী বক্সার। বিদ্যুৎ সরবরাহের সীমাবদ্ধতার কারণে তার প্রশিক্ষণের সময়সূচীর সাথে আপস করতে হবে না। সৌরশক্তি আলোকিত করে বক্সিং অঙ্গনে যে সে অনুশীলন করে এবং ট্র্যাক রাখে। খেলাধুলায় এটিকে বড় করার তার স্বপ্ন। যেখানে ভারতীয় মহিলারা ইতিমধ্যেই বিশ্ব মঞ্চে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

"এই পৃথিবী দিবসে, আমরা আরও শক্তিশালী করতে চাই যে কীভাবে সৌরশক্তি সারা দেশে জীবনকে আলোকিত করছে এবং ভারতের পরিচ্ছন্ন শক্তি পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ফিল্মটি এটিকে কার্যকরভাবে প্রদর্শন করে," বলেছেন জ্যোতি কুমার বনসাল, টাটা পাওয়ারের ব্র্যান্ড অ্যান্ড কমিউনিকেশনের প্রধান।

এই অনুপ্রেরণামূলক ফিল্মটির মাধ্যমে, টাটা পাওয়ার তার "টেকসই ইজ অ্যাটেনেবল" আন্দোলনকে গুরুত্ব প্রদান করছে। এটি কীভাবে টেকসই পণ্য এবং পরিষেবাগুলিকে কর্পোরেট ভারত এবং গ্রাহক উভয়ের জন্য সহজ এবং সাশ্রয়ী করার জন্য কাজ করছে এবং এটি কীভাবে আচরণ পরিবর্তনকে উৎসাহিত করছে তা তুলে ধরে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা প্রবর্তিত মিশন লাইফের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, আন্দোলনটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে স্থায়িত্ব নিয়ে আলোচনাকে নিয়ে যাচ্ছে এবং টাটা পাওয়ার এই কথোপকথনের নেতৃত্ব দিতে পেরে গর্বিত,' যোগ করেছেন বনসাল।

সাসটেইনেবল ইজ অ্যাটেনেবল আন্দোলনকে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রী আর কে সিং, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নিতিন গড়করি, অমিতাভ কান্ত (জি২০ শেরপা) দ্বারা উৎসাহিত করা হয়েছে এবং ভারত ও বিশ্বের কর্পোরেট নেতাদের দ্বারা সমর্থিত।

দলীয় কর্মীদের

● প্রথম পাতার পর

শুরু করবেন। আলোচনা করেন সিপিএমের প্রবীন নেতা অঘোর দেববর্মা এবং রতন দাস। এর আগে লেনিনের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে সিপিএম রাজ্য কমিটির অফিসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান দলীয় নেতা কর্মীরা।

লেনিনের ১৫৪তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপিত হল সিপিআইএমের রাজ্য দপ্তরে। উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী পবিত্র কর সহ আরো অনেকেই। প্রত্যেকেই পুষ্প অর্পণ করে লেনিনকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রায় আড়াই হাজার বাড়ি তছনছ

● প্রথম পাতার পর

করে ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের কাজ শুরু করেছেন। বিকালেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান শুরু হয়েছে।

বিধ্বংসী ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে নাজেহাল গোটা লংতরাইভ্যালী মহকুমা। প্রায় হাজারো পরিবার ক্ষতিগ্রস্তের শিকার হন। আপাতকালীন দুটি ত্রাণ শিবির করতে বাধ্য হয় মহাকুমা প্রশাসন। বিস্তারিত খবরে জানা যায় গত ২১ এপ্রিল দিনরাত সময় সময় বিধ্বংসী ঝড় ও তীব্র শিলাবৃষ্টি হয় মহকুমা জুড়ে। জায়গায় জায়গায় বড় বড় বনস্পতি থেকে শুরু করে মানুষের বসতবাড়িও ভেঙ্গে পড়ে যায়। কোথায় ঘড়ের দেওয়াল, চাল ভেঙ্গে পড়ে, আবার অগনিত বাড়ির টিনের চাল শিলাবৃষ্টিতে ফুটো ফুটো হয়ে যায়। মহকুমার বিশেষ করে করমছড়া, মাছলি, নেপালঠিলা, নালকাটার মতো এলাকায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষ।সরকারি হিসাব অনুযায়ী এখন পর্যন্ত জানা গেছে মোট ৮১০ পরিবার এই বিধ্বংসি ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১৮ পরিবারের পুরো ঘরটিই ভেঙ্গে পড়েছে। মহকুমা প্রশাসন তড়িঘড়ি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের রক্ষা করতে দুটি ত্রাণ শিবিরের ব্যবস্থা করেন। প্রথমটি জমাতিয়া পাড়ায়। যেখানে ১০ পরিবারের ৩৯ আশ্রয় নিয়েছে। দ্বিতীয়টি মানিক চৌধুরী পাড়ায়। যেখানে ১১০ পরিবারের ৪৯৫ জন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। তাদের জল ও খাবারের ব্যাবসা করার পাশাপাশি শিশুদের জন্য দুধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া মেডিকেল চেক-আপ এর ব্যবসা করা হয়েছে।এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে মোকাবিলায় প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন লংতরাইভ্যালী মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত।

শনিবার বিকেল পাঁচটায় বিশালগড় মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস ঘনিয়ামারা এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের হাতে সর্বমোট চার লক্ষ টাকা সহায়তা রাশি তুলে দেন। পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত বসতঘর গুলির অ্যাসেসমেন্ট করে পুনরায় অর্থরাশি প্রদান করা হবে বলে জানান মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস। এছাড়া চড়িলামের রামনগর সহ কয়েকটি এডিসি ভিলেজের জনজাতি পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছে। জলসেচ প্রকল্প উড়ে গিয়েছে। লন্ডভন্ড হয়েছে রাবার বাগান। জম্পুইজলা মহকুমার বেশ কয়েকটি স্থানে ব্যপক ক্ষতি হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি সহায়তা প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং পানীয় জল পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মী অফিসাররা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে। বিশালগড় মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস জানান বিপর্যয় মোকাবিলায় সদা প্রস্তুত রয়েছে প্রশাসন।

গোটা খোয়াই জেলাজরি তান্ডব লীলা চালায় কালবৈশাখী। শনিবার খোয়াই পৌর এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলির বাড়ী ঘর পরিদর্শন করেন খোয়াই পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশীষ নাথশর্মা। শুক্রবার দুপুরে গোটা খোয়াই জেলাজরি তান্ডব লীলা চালায় কালবৈশাখী। সেই সঙ্গে চলে শিলাবৃষ্টি। এই শিলাবৃষ্টির ফলে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় কৃষকদের। ক্ষতিগ্রস্ত হয় বহু ঘরবাড়িও। ব্যাপক পরিমাণে শিলাবৃষ্টির কারণে বহু ঘরের টিনের চাল ছিদ্র হয়ে যায়। বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে বহু ঘরবাড়ি। অন্যদিকে বৃহৎ আকারের শিলাবৃষ্টির ফলে মাথায় হাত কৃষকদের। গ্রীষ্মকালীন ফলনের শুরুতে এই শিলাবৃষ্টি তছনছ করে দিয়েছে কৃষিজ ফসল। যার কারণে কৃষকদের মাথায় বাজ পড়ার অবস্থা। শনিবার খোয়াই পৌর এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলির বাড়ী ঘর স্বচোক্ষে পরিদর্শন করেন খোয়াই পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশীষ নাথশর্মা। এছাড়াও এদিন তিনি পরিদর্শন করেন খোয়াই সুভাষপার্কের নিউ মার্কেটের শিলা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীকদের প্রতিষ্ঠানগুলি। এদিন পরিদর্শনকালে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেনে পৌর পরিষদের কাউন্সিলারগন যথাক্রমে মৃত্যুঞ্জয় নাথশর্মা, সিন্ধু পাল , পীজুষকান্তি চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।

রাজ্যেও পালিত

● প্রথম পাতার পর

সামনে ধর্মনগর প্রেস ক্লাবের সদস্যরা ঠান্ডা পানীয় এর ব্যবস্থা করে।

প্রচন্ড গরমে হাজারের উপর মানুষ ঠান্ডা পানীয় গ্রহণ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এই প্রসঙ্গে ধর্মনগর প্রেস ক্লাবের সম্পাদক পান্না ঘোষ জানান মানুষ যেমন ঠান্ডা পানীয় পান করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে , তেমনি তাদেরকে ঠান্ডা পানীয় পান করাতে পেরে ধর্মনগর প্রেস ক্লাবের সদস্যরা নিজেদেরকে গর্বিত বোধ করেছে।

নিজ বিধানসভার মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। জোলাইবাড়ী বিধানসভার লোকজনেরা এইপ্রথমবারের মতো মন্ত্রীকে সঙ্গেনিয়ে ঈদের আনন্দে মাতোয়ারা হলেন যা বিগতদিনে কোনদিন দেখাযায়নি। মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনেরা অন্যান্যবছরের ন্যায় এইবছরও মুসলিম ধর্মের সমস্ত রিতিনিতি মেনে ঈদ উৎযাপন করছেন। উনারা আজকের দিনে একইসাথে দুইটি বিষয়ে আনন্দে মতোয়ারা হয়েছেন। প্রথমটি হলো মুসলিম ধর্মালম্বীর খুশির ঈদ অপরটি হলো আজকে ঈদের দিনে উনাদের পাশে মন্ত্রী রয়েছেন। এই দুইটি আনন্দে মাতোয়ারাহয়ে জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রের দক্ষিন ইচাছড়ায় মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনেরা জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়াকে সংবর্ধনাপ্রদানকরেন। আজকের এই খুশির দিনে দক্ষিন ইচাছড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রের মুক্তির কান্ডারী মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া ও জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং। এই দুইজনের উপস্থিতিতে আজকের ঈদের আনন্দে মাতোয়ারা হয়েউঠলেন দক্ষিন ইচাছড়া এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনেরা।

ধর্ম যার যার,উৎসব হোক সবার,এই বার্তাই ভারতের অখন্ডতাকে রক্ষা করে রেখেছে।কে হিন্দু,কে মুসলিম এই ভেদাভেদ না রেখে একে অপরেকে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়ে সামিল হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে।দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর রমজানের রোজা শেষে শনিবার এলো মুসলিম ধর্মালম্বীদের খুশীর ঈদ। এই ঈদকে কেন্দ্র করে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মাঝে বইছে খুশির জোয়ার।সারা দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে পবিত্র ঈদ উল ফিতর। সেই সাথে রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তের সাথে

উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পালিত হলো খুশির ঈদ।এদিন সকাল থেকেই আট থেকে আশি বছরের সবাই নতুন জামা কাপড় পরে একে অন্যের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।তারপর বিভিন্ন মসজিদের নির্ধারিত সময় অনুযায়ী শুরু হয় পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজ।উত্তরের ধর্মনগর,কদমতলা, চুড়াইবাড়ি,ফুলবাড়ি বাঘন,কুর্তি,যুবরাজনর,সহ ছোট বড় প্রত্যেকটি মসজিদেই ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।এদিন ধর্মনগর শহরের ঈদগাহ প্রাঙ্গনে জেলার পবিত্র ঈদের নামাজের মুল অনুষ্ঠানটি পালিত হয়।এইদিন সকালে নতুন বস্ত্র পরিধান করে ঈদগাহ প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হয় মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা।ধর্মনগর শহর জামে মসজিদের ইমাম সাহেব নামাজ পাট করান। নামাজ শেষে একে অপরকে আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন সকলে। প্রতি বছরের ন্যায় এদিন ধর্মনগর প্রেস ক্লাবের সদস্যরা সকাল থেকেই ধর্মনগর ডিএনবি রোড স্থিত ঈদগাহ প্রাঙ্গণের সামনে নামাজ পড়তে আসা ধর্মপ্রান মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনদের ঠান্ডা পানীয় জল এবং শরবত পানের ব্যবস্থা করে ঈদের খুশিতে শামিল হন।ধর্মনগর প্রেসক্লাব এর উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে সামিল হন প্রেসক্লাবের সকল সদস্যরা।মূলত বিগত কয়েকদিন ধরে তীব্র গরমের দাবদাহে নাজেহাল মানুষ,তাই প্রকট রোদে কিছুটা হলেও তৃষ্ণা মেটাতে ধর্মনগর প্রেস ক্লাবের এই উদ্যোগ। তাদের এই আয়োজনকে স্বাগত জানান ঈদের নামাজ পড়তে আসা লোকজনেরা।এদিন গোটা ধর্মনগর শহরে এক আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়।প্রেসক্লাব সম্পাদক পান্না ঘোষ জানান প্রতিবছরের মতো তাদের এই ক্ষুদ্র আয়োজন আগামী দিনেও জারি থাকবে।

কারবারী

● প্রথম পাতার পর

এর পরেই নেশার ব্যবসা শুরু করে।

এদিকে তেলিয়ামুড়া জহওর কলোনী কালীবাড়ি এলাকা থেকে এক ড্রাগস বিক্রেতা ও এক ড্রাগস সেবনকারীকে উত্তম মধ্যম দিয়ে স্থানীয় জনগণ পুলিশের হাতে তুলে দেয় শুক্রবার দুপুরে। জানা গেছে, জহওর কলোনী এলাকার সুমন দেবনাথ নামে যুবক দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় ড্রাগস বিক্রি করে আসছিলেন। এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে তাকে কয়েকবার সতর্ক করা হয়েছিল। ধৃত ড্রাগস সেবনকারির নাম গোপাল দেবনাথ।

বাংলাদেশি ছাত্রীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ বৈঠকে কৈফিয়ৎ চাইল মহিলা কমিশন

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা ২২ এপ্রিল (হি. স.) : কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি ছাত্রীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে বলল পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন। শনিবার কমিশনের দুই প্রতিনিধি দুর্গাপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীআবাসে গিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে কথা বলে।

মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রতিবেদককে বলেন, "আমাদের দুই প্রতিনিধি শনিবার সেখানে গিয়ে অভিযোগকারিনী এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিশদে কথা বলছেন। সংশ্লিষ্ট নথি পরীক্ষা করেছেন। আমরা চাই অভিযুক্ত গ্রেফতার হোক। বৈঠকে উপস্থিত পুলিশের সহকারী কমিশনার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে এটা জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাফিলতির অভিযোগও উঠেছে। আমরা বৈঠকে রেজিষ্ট্রারের কাছে কারণ জানতে চেয়েছি। এবার ওঁদের কাছে আমাদের চিঠি যাবে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছি।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের গাফিলতির অভিযোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে লীনাদেবী বলেন, "সম্প্রতি এক রাতে মানসিক টানাপড়েনের জেরে অভিযোগকারিনী প্যারাসিটিমল খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। খবরটি তিনি ফোনে ওই অভিযুক্ত শিক্ষককে জানান। গভীর রাতে ওই শিক্ষক এসে ছাত্রীটিকে নার্সিং হোমে নিয়ে যান। ভোর চারটায় ফিরিয়ে দিয়ে যান। ছাত্রীআবাসের আবাসিকের নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ নিয়েছিল? দ্বিতীয়ত, অভিযুক্ত শিক্ষক ফেরার। তিনি নাকি তিন দিনের মেডিক্যাল লিভ নিয়েছিলেন। তার পর থেকে ক্রমান্বয়ে তাঁর অনুপস্থিতির জন্য কেন কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা নেননি?"

এ ব্যাপারে রেজিস্ট্রার চন্দন কোনারের কাছে জানতে চাইলে শনিবার বিকেলে হোয়াটসঅ্যাপে লেখেন, "অভিযুক্ত শিক্ষককে কোনও ছুটি দেওয়া হয়নি। এখন গরমের এর জন্য রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে ছুটি চলছে।" কিন্তু সোমবার প্রতিষ্ঠান ফের খোলার পর অভিযুক্তর অনুপস্থিতিজনিত ব্যবস্থা ও ছাত্রীআবাসের সুরক্ষার বিষয়টি জানতে একাধিকবার ফোন করলেও চন্দনবাবুকে ধরা যায়নি।

কিন্তু অত রাতে ছাত্রীটিকে তুলে যদি কেউ গুম করে দিত, তার দায়িত্ব কে নিত? বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ সাধন চক্রবর্তী এই প্রতিবেদককে এর উত্তরে শনিবার সন্ধ্যায় বলেন, "৩০ মার্ত রাতে ঘটনাটি ঘটে। কিন্তু আমার জানা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা অনুযায়ী দুর্গাপুরে অবস্থিত লেডিস হস্টেলে সবসময় রক্ষী থাকার কথা।" পরে খোঁজ নিয়ে উপাচার্য বলেন, "হস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট জানালেন যে ওই দিন হস্টেলে রক্ষী ছিলেন। তিনি ছাত্রীটিকে সঙ্গে নিয়ে হসপিটালে যান। অভিযুক্তও সঙ্গে যান।"

বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযুক্ত শিক্ষকের টানা অনুপস্থিতি সম্পর্কে তাঁর ব্যখ্যা, "বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.সি.টি. সিস্টেম অনুযায়ী সাধারনতঃ একজন শিক্ষকের ছুটির আবেদন সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশের ভিত্তিতে রেজিস্ট্রার অনুমোদন করেন।এই বিষয় সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আমার আর একটু সময় প্রয়োজন।"

লীনাদেবী এই প্রতিবেদককে জানান, "ওই রাতেও নাকি নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে ছাত্রীটির সঙ্গে অভিযুক্ত শিক্ষক জোর করে লিপ্ত হন। এটা অনভিপ্রেত। অনেকে ওই ছাত্রীকে ডায়েরি করার সময় বলেছিলেন, অভিযুক্তের সঙ্গে তাঁদের বৈবাহিক সম্পর্কের উল্লেখ না করতে। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, ওই ছাত্রী সেই সম্পর্কের উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, তাঁরা বিবাহিত। যদিও এর সমর্থনে কোনও নথি কেউ দাখিল করতে পারছেন না।"

লীনাদেবী এই প্রতিবেদককে জানান, "ওই ছাত্রী শিক্ষককে অনেক দিন ধরে বিয়ে করার কথা বলছিলেন। কিন্তু যখন শিক্ষক জানান, সেটা সম্ভব নয় কারণ পাঁচ বছর ধরে অপর একজনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে, তার পরে ওই ছাত্রী মানসিক টানাপড়েনে ভুগতে শুরু করেন। অভিযুক্ত শিক্ষককে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ (ক) ধারায় পুলিশ গ্রেফতার করলেও তিনি জামিন পান। এর পরে বুধবার সকালের ঘটনা ঘটে।

প্রসঙ্গত, বুধবার সকালে নির্যাতিতা ছাত্রী যখন বাজারে বেড়িয়েছিলেন, দুই আততায়ী একটি বাইকে করে এসে তাঁকে আচমকা আঘাত করেন। ছাত্রীটি পড়ে আহত হন। তাঁর মোবাইল ফোনের কিছু তথ্য ও ছবি নষ্ট করে দুই আততায়ী ফোনটি ছুঁড়ে ফেলেন। এর নেপথ্যে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক সহকারী অধ্যাপকের নামে অভিযোগ উঠেছে। নিরাপত্তার অভাব বোধ করে ওই ছাত্রী বুধবার সোজা চলে আসেন পার্কসার্কাসে বাংলাদেশ উপ দূতাবাসে। এর পর দূতাবাস কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হয়ে পুলিশ-প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত নির্যাতিতার পাশে দাঁড়ানোর আবেদন করেছেন।

পার্কের ঐতিহ্য

● প্রথম পাতার পর

তবে তারা চাইছেন পার্কের সৌন্দর্যায়ন হোক এবং তার অতীত ফিরে আসুক। তার জন্য তারা পৌরনিগমের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। অবিলম্বে পার্কের সুরক্ষা সৌন্দর্যায়ন এবং সংস্কার করা হোক। তাদের এও দাবি শিশুদের খেলনার বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে পার্কটিকে আবার সাজিয়ে তোলার। আগরতলা পুর নিগম এক্ষেত্রে সদার্থক ভূমিকা নেবে বলে ও তারা আশাবাদী। কারণ আগরতলার শহরের বিভিন্ন পার্ক এবং জলাশয় গুলি সংস্কার এবং সৌন্দর্যায়নে আগরতলা পৌর নিগম যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। জনৈক এলাকাবাসী জানিয়েছেন কিছুদিন আগেও পার্কের সংস্কারের জন্য এলাকার কাউন্সিলর পরিদর্শন করে গেছেন।

তিনি এ বিষয়ে উদ্যোগী। তবে সংস্কার করবে হবে তা নিয়েও এখনো ধোঁয়াশা রয়েছে জনগণের মধ্যে। পার্কের সঙ্গে রয়েছে প্রগতি বিদ্যাভবন এর বিশাল মাঠ। এখানেও সন্ধ্যা হলে নেশা চক্রীদের দৌরাত্ব বাড়ে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। এই বিষয়টিও তারা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। বলা যেতেই পারে আগরতলা এখন স্মার্ট সিটি। তাই এই ধরনের দৃষ্টিকটু পার্ক না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

আহমেদাবাদে ফার্ণিচারের গোডাউনে আগুন, হতাহতের খবর নেই

আহমেদাবাদ, ২২ এপ্রিল (হি.স.): গুজরাটের আহমেদাবাদে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি ফার্ণিচারের গোডাউনে। শনিবার ওই গোডাউনে আগুন লাগে। ভিতরে প্রচুর পরিমানে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ১৭টি ইঞ্জিন। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়। যদিও দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। আহমেদাবাদের অতিরিক্ত মুখ্য দমকল অফিসার মিঠুন মিস্ত্রি বলেছেন, আগুন লাগার খবর পাওয়া মতোই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১৭টি ইঞ্জিন। আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে। কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি।

অভিযান

● প্রথম পাতার পর

রেবতী ত্রিপুরা ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় সম্পাদিকা তথা রাচির মেয়র আশা লাকড়া, রাজ্য সরকারের সকল মন্ত্রীগন, সকল বিধায়করা, দলের রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, দলের সকল স্তরের কার্যকর্তা, পদাধিকারিরা।

ঝড়ে বিদ্যুৎ

● প্রথম পাতার পর

দুপুরের মধ্যে মেরামতির কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়। বিদ্যুৎ নিগমের কর্মী স্বল্পতা থাকলেও বিদ্যুৎ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে নিগমের কর্মীগণ যুদ্ধকালীন তৎপরতার সাথে কাজ করছেন।

কৈলাসহরে

● প্রথম পাতার পর

করতে পেরে গুরুতর আহত চারজনকে চিকিৎসার জন্য কৈলাসহর আরজিএম হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে আহত চারজন কৈলাশহর আরজিএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পাশাপাশি বিরেশ নমর পরিবারের পক্ষ থেকে কৈলাশহর থানায় জবা নমর পরিবারের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। মারপিটের ঘটনায় বিরেশ নম , উনার ছোট ভাই পরেশ নম এবং প্রমেস নমর মেয়ে পূর্ণিমা নম এবং বিরেশ নমর ছেলে আহত হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

কমে ১৫ জন

● প্রথম পাতার পর

জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০৭০২৮ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৬ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৯.০৬ শতাংশ। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৭ জন রোগী করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

শিশুচুরির তদন্তে অপরাধীর ছবি আঁকতে কলকাতা থেকে আনা হল চিত্রশিল্পী

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে শিশু চুরির ঘটনায় ৪৮ ঘন্টা অতিক্রান্ত হলেও এখনও শিশু চুরির কিনারা করতে পারল না পুলিশ। গত বৃহস্পতিবারের এই ঘটনার তদন্তে নেমে এখনও অন্ধকারেই রয়েছে মেডিক্যাল ফাঁড়ির পুলিশ। অবশেষে অপরাধীর ছবি আঁকতে কলকাতা থেকে আনা হল এক চিত্র শিল্পীকে। পুলিশ আশাবাদী হাতে আঁকা ছবি পেলে তদন্তে গতি আসবে।গত বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের প্রসূতি বিভাগ থেকে চুরি যায় খড়িবাড়ির বাসিন্দা রঞ্জিতা সিংহের তিন দিনের শিশুপুত্র। ওয়ার্ডেই এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলা ভাব জমায় রঞ্জিতার সঙ্গে। এরপরই সুযোগ বুঝে মহিলা তিনদিনের শিশুপুত্রকে নিয়ে চম্পট দেয় সেখান থেকে। বিষয়টি জানাজানি হতেই মেডিক্যাল কলেজ জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করতে চাইলে দেখা যায় ওয়ার্ডে ও আশপাশের সব সিসি ক্যামেরা অচল। সমস্যায় পড়ে যায় পুলিশ। পরে মেডিক্যাল কলেজের বাইরে একটি সিসিটিভি ফুটেজে এক মহিলাকে সন্তানকোলে নিয়ে যেতে দেখা যায়। সেই সূত্র ধরে পুলিশ জানতে পারে টোটোতে চেপে সে নৌকাঘাটের দিকে যায়। তার আগেই টোটো থেকে নেমে অন্য একটি গাড়িতে চেপে উধাও হয়ে যান মহিলা। টোটো চালককে জিজ্ঞাসাবাদও করে পুলিশ। তারপর থেকেই শিশুচুরির কিনারা করতে অন্ধকারে হাতরে বেড়াচ্ছে পুলিশ। তদন্তে কোনও কূল কিনারা না পেয়ে ছবি এঁকে অপরাধীকে শনাক্ত করতে চাইছে পুলিশ। এর জন্য শনিবার কলকাতা থেকে উড়িয়ে আনা হল এক 'পোটর্টে পার্লে' বা চিত্রশিল্পীকে। চিত্র শিল্পীর নাম অপূর্ব ঘোষ। সে চুরি যাওয়া শিশুর মায়ের কাছ থেকে অপরাধীর চেহারার বিবরণ শুনে ছবি আঁকবেন। পুলিশ আশাবাদী সেই ছবি দেখেই অপরাধীকে সনাক্ত করার পাশাপাশি শিশুটিকে উদ্ধার করতেও সক্ষম হবেন তাঁরা।

মৃত ছাত্রীর দেহ টানতে টানতে নেওয়া ভিডিয়ো-সহ বিস্ফোরক টুইট মালব্যর

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : কালিয়াগঞ্জে মৃত ছাত্রীর দেহ টানতে টানতে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। বিজেপি নেতা অমিত মালব্য ইতিমধ্যেই সেই ভিডিয়ো টুইট করেছেন। তাঁর অভিযোগ, প্রমাণ লোপাট বা অপরাধ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

এই ঘটনা সম্পর্কিত একটি ভিডিয়ো টুইট করে বিজেপি আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য অভিযোগ করেন, কিশোরীর মৃতদেহ অমানবিক ভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। টুইট বার্তায় তিনি লেখেন, "এই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে ধর্ষিত ও খুন হওয়া রাজবংশী সম্প্রদায়ের এক নাবালিকার মৃতদেহ অসংবেদনশীলভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। এই ধরনের তাড়াহুড়ো প্রায়ই দেখা যায়। যখন উদ্দেশ্য প্রমাণ মুছে ফেলা হয় বা অপরাধকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তখন এমনটা দেখা যায়।"

মালব্য অপর এক টুইটে অভিযোগ করেন, 'আশ্চর্যজনকভাবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক সত্যেন্দ্র নাথ রায় (রাজবংশী সম্প্রদায়ের) এবং বুধরাই টুডুকে নির্যাতিতার পরিবারের সাথে দেখা করার অনুমতি দেয়নি। কিন্তু উত্তর দিনাজপুর তৃণমূল সভাপতি কানাইয়া লাল আগরওয়ালকে তাঁদের সাথে দেখা করতে দেয়। তারা এখানে কাকে বাঁচাতে চাইছে?'

অঙ্গন

সিনিয়র মহিলা রাজ্য ক্রিকেটে জয় দিয়ে শুরু সদর এ-র

ধর্মনগর:- ৮১/১০(১৯.১) সদর-এ:- ৮৩/৩(১০)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। জয় দিয়ে শুরু করলো সদর-এ মহিলা ক্রিকেট দল। ৭ উইকেটে পরাজিত করলো ধর্মনগর মহকুমাকে। নিকিতা দেবনাথের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে। সঙ্গে অন্নপূর্ণা দাসের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স ও বিজয়া ঘোষের দুর্দান্ত বোলিং। রাজ্য সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে শনিবার হয় ম্যাচটি।

তাতে ধর্মনগরের গড়া ৮১ রানের জবাবে সদর-এ ৩ উইকেটে হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের নিকিতা দেবনাথের অপরাজিত ৪৪ রান এবং বিজিত দলের অধিনায়িকা পূজা পালের ৩১ রান উল্লেখযোগ্য। এদিন সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে সদর-এ প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ধর্মনগর মহকুমা নির্ধারিত ২০ ওভার শেষ হওয়ার পাঁচটি বল বাকি থাকতেই সবকটি উইকেট হারিয়ে ৮১ রান সংগ্রহ করে।

উইকেটে টিকে থাকলেও স্কোরবোর্ড তেমন সচল রাখতে পারেনি ধর্মনগরের ব্যাটার্স-রা। মিডল অর্ডারে দলনেতৃ পূজা পাল ২২ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৩১ রান সংগ্রহ করে।

উইকেট রক্ষক পুষ্পা সিনহার ১৪ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। কৃত্তিকা কর্মকার, ঋজু সাহা, মামন রবিদাস যেভাবে দ্রুতলয়ে উইকেট আর কেউ দুই অঙ্কে পৌঁছাতে পারেনি। অতিরিক্ত খাতে ২০ রান তাদের কিছুটা সাহায্য করেছে। সদর এ-র বোলার বিজয়া ঘোষ ৯ রানে এবং অন্নপূর্ণা দাস ১৬ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। এছাড়া, দলনেতৃ প্রিয়াঙ্কা আচার্য দুটি এবং মামন রবিদাস একটি উইকেট পেয়েছে। প্রত্যুত্তরে ব্যাট করতে নেমে সদর-এ ১০ ওভার খেলে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়।

তবে ওপেনার নিকিতা দেবনাথ দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং উপহার না দিলে খেলার ফলাফল অন্যরকম হতে পারতো।

ছেড়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে আসছিল, ধর্মনগর শিবিরে একটু খুশির ঝিলিক দেখায় গিয়েছিল। তবে চতুর্থ উইকেটের জুটিতে নিকিতা দেবনাথ ও অন্নপূর্ণা দাস দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে দলকে দ্রুত জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়।

নিকিতা ২৭ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৪৪ রানে অপরাজিত থাকে। অন্নপূর্ণাও অপরাজিত থাকে ১১ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সহযোগে ১৩ রান সংগ্রহ করে। অতিরিক্ত ১৪ রানও তাদের কিছুটা ত্বরান্বিত করেছে। দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে বিজয়া ঘোষ পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব।

ত্রি-মুকুট জয়ের দোরগোড়ায় স্ফুলিঙ্গ জেসিসি-কে হারিয়ে টি২০-র ফাইনালে

স্ফুলিঙ্গ:- ১৭৭/৩(২০) জেসিসি:- ১২৪/৭(২০)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। ত্রি-মুকুট জয়ের দোরগোড়ায় স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। একপ্রকার সহজেই জেসিসি-কে পরাজিত করে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র আদায় করে নেয় সদ্য সুপার ডিভিশন লিগ ও তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেটে সেরা স্ফুলিঙ্গ। সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়। শনিবার সকাল ৯ টায় এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে স্ফুলিঙ্গ ৫৩ রানে পরাজিত করে জেসিসি-কে। টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের গড়া ১৭৭ রানের জবাবে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব ইনিংস গুটিয়ে নেয় ১২৪ রানে। স্ফুলিঙ্গ ৩ উইকেট হারিয়ে ১৭৭ রান সংগ্রহ করেছিল। দলের পক্ষে বিক্রম কুমার দাসের ৭২ রান এবং শ্রীদান পালের ৬৩ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। বিক্রম ৬৩ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭২ রান পায়। শ্রীদাম ৬৩ রান পেয়েছে ৩১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও ছয়টি ওভার বাউন্ডারি মেরে। এছাড়া, বিক্রম দেবনাথের অপরাজিত ২১ রানও উল্লেখ করার মতো। জেসিসি-র বিশাল গৌড় ও প্রিন্স মৌর্য একটি করে উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব ৭ উইকেট হারিয়ে ১২৪ রান সংগ্রহ করতেই কুড়ি ওভার ফুরিয়ে যায়।

দলের পক্ষে ওপেনার অনিরুদ্ধ সাহার অপরাজিত ৪৮ রান যথেষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে।

অন্যরা তেমন গুছিয়ে খেলতে পারেনি বলে শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। স্ফুলিঙ্গের চিরঞ্জিত পাল ১৪ রানে তিনটি এবং সানি সিং ১৩ রানে দুটি উইকেট তুলে নেয়। স্ফুলিঙ্গের ওপেনার বিক্রম কুমার দাস দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে।

তনুশ্রীর অর্ধশতক সত্বেও হারলো লংতরাইভ্যালি : জয়ে শুরু বিলোনিয়ার

লংতরাইভ্যালি:- ১৫২/৭(২০) বিলোনিয়া:- ১৫৩/৬(১৬.৫)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। বিফলে গেলো তনুশ্রী সরকারের অর্ধশতরান। দুর্বল বোলিংয়ের খেসারত দিলো লংতরাইভ্যালি মহকুমা। রাজ্য সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে লংতরাইভ্যালির গড়া ১৫২ রানের জবাবে ১৯ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় বিলোনিয়া মহকুমা। বিজীত দলের তনুশ্রী সরকার ৫৪ রান করেছেন। শনিবার সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে লংতরাইভ্যালি মহকুমা নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৫২ রান করে। দলের হয়ে গোড়াপত্তন করতে নেমে নির্বাচকদের নজর কেড়ে নেন অনুশ্রী সরকার। দুরন্ত ব্যাট করে অর্ধশতরান করার পাশাপাশি অপরাজিত থেকে যান লংতরাইভ্যালি-র ওই ওপেনারটি। ৫৪ রান করতে ৬৩ বল খেলে ১০ বার বল সীমানার বাইরে পাঠান তনুশ্রী। এছাড়া দলের পক্ষে প্রীয়াঙ্কা চক্রবর্তী ৩১ বল খেলে ২টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ (অপ:) রান করেন। ওই দুজন ছাড়া লংতরাইভ্যালি-র কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় সর্বোচ্চ ৬৭ রান। বিলোনিয়ার পক্ষে দলনায়িকা শায়ন্তিকা দাস (২/১৫) এবং সুমি চক্রবর্তী (২/২৮) সফল বোলার। জবাবে কেলতে নেমে বিলোনিয়া মহকুমা ১৬.৫ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে দীপা বিশ্বাস ১০ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ (অপ:), দলনায়িকা শায়ন্তিকা দাস ১০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬,হাবিতা রিয়াং ২৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫, পূজা সরকার ১৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ এবং সোমা ত্রিপুরা ৩৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৫৬ রান। লংতরাইভ্যালির পক্ষে পল্লবী মাগর (২/২২) সফল বোলার। এদিন পরাজিত হওয়ায় আসর থেকে কার্যত ছিটকে গেলো লংতরাভ্যালি মহকুমা।

সমীরণ স্মৃতি ঘরোয়া টি-২০ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। মূল পর্বের খেলা। নকআউট প্রথায়। জিতলেই সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র মিলবে। আটটি দলের ক্রিকেটাররাই বিরতির দিনে আজও প্রয়োজনীয় প্র্যাকটিস করে নিয়েছে উদ্দেশ্য একটাই, আগামীকাল ডু-অর-ডাই ম্যাচে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেওয়া। আগামীকাল দুই মাঠে, দুই বেলায়, দুটি করে চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচ হবে যথাক্রমে ২২ ও ২৫ এপ্রিল। ইতোমধ্যে মঙ্গলবার টুর্নামেন্টের গ্রুপ লীগ পর্যায়ের ৪২ টি ম্যাচ শেষ হয়েছে। লীগ পর্যায়ের দুটি গ্রুপ থেকে চারটি করে আটটি দল আগামীকালই কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকাল ন'টায় গ্রুপ-এ চ্যাম্পিয়ন স্ফুলিঙ্গ ক্লাব খেলবে গ্রুপ-বি থেকে চতুর্থ স্থান অর্জনকারী ওল্ড প্লে সেন্টার বা ওপিসি-র বিরুদ্ধে।

মহিলা রাজ্য ক্রিকেটে মোহনপুরকে হারিয়ে জয় দিয়ে সূচনা খোয়াই-এর

মোহনপুর:- ৪২/৩(১২) খোয়াই:- ৪৩/১(৬.৩)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। জয় দিয়ে শুরু করলো খোয়াই মহিলা ক্রিকেট দলও। ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে পরাজিত করলো মোহনপুর মহকুমা দলকে। লো-স্কোরিং ম্যাচে দেবাদ্রিতা দেব-এর দুরন্ত ব্যাটিংয়ে। সঙ্গে জাসমিন কর ও হিরামনি গৌর-এর বোলিং পারফরম্যান্সে। রাজ্য সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে। নীপকো গ্রাউন্ডে শনিবার হয় ম্যাচটি। গত সন্ধ্যা রাতের বৃষ্টিতে মাঠ কিছুটা অপ্রস্তুত থাকায় খেলা শুরুতে দেরি হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ১২ করা হয়েছিল। তাতে মোহনপুরের গড়া ৪২ রানের জবাবে খোয়াই ১ উইকেট হারিয়েই জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের দেবাদ্রিতা দেব-এর অপরাজিত ২৫ রান এবং বিজিত দলের দলনেতৃ রূপালী দাসের ১৩ রান উল্লেখযোগ্য। এদিন সকাল সাড়ে নয়টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে খোয়াই প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে মোহনপুর মহকুমা সীমিত ১২ ওভার খেলে ৩ উইকেট হারিয়ে ৪২ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। উইকেটে টিকে থাকলেও স্কোরবোর্ড তেমন সচল রাখতে পারেনি মোহনপুরের প্রারম্ভিক ব্যাটার্স-রা। ওপেনার দলনেতৃ রূপালী দাস ২৯ বল খেলে একটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৩ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া, প্রিয়া সরকারের ১০ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। খোয়াইয়ের বোলার জাসমিন কর ৩ রানে এবং হিরামনি গৌড় ৮ রানে একটি করে উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে খোয়াই ৬.৩ ওভার খেলে ১ উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ওপেনার দলনায়িকা দেবাদ্রিতা দেব দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং উল্লেখযোগ্য। অনামিকা দাস শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফিরলে দেবাদ্রিতা ও প্রিয়া সূত্রধরের দ্বিতীয় উইকেটের জুটি দলকে অতি সহজেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। দেবাদ্রিতা ২৮ বল খেলে দুইটি বাউন্ডারি ও দুইটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ২৫ রানে অপরাজিত থাকে। প্রিয়াও অপরাজিত থাকে ১০ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সহযোগে ১১ রান সংগ্রহ করে। ভালো বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে জাসমিন কর পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব।

নকআউটে হারের জবাব টি ২০-তে কসমো-কে হারিয়ে ফাইনালে ফ্রেন্ডস

কসমোপলিটন:- ১৩৫/৮(২০) ইউ. ফ্রেন্ডস:- ১৩৬/২(১৪.৫)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস পেয়েছে ফাইনালের টিকিট। হারিয়েছে কসমোপলিটন ক্লাবকে। ফাইনালে ওঠার পাশাপাশি সেই তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেটে সেমিফাইনালে কসমোপলিটনের কাছে হেরে ছিটকে যাওয়ার মোক্ষম জবাব দিতে পেরে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর মনোবল এখন অনেকটাই তুঙ্গে। টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সেমিফাইনালে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে কসমোপলিটন-কে হারিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। খেলা ছিল নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে। টস জিতে কসমোপলিটন প্রথমে বেটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত কুড়ি ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১৩৫ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে নিনাদ কদমের দুর্দান্ত ৭৫ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। ৫২ বল খেলে নিনাদ চারটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭৫ রান সংগ্রহ করে। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর দীপক ক্ষৈত্রী, অর্জুন দেবনাথ, প্রিয়াংশু গৌতম ও শুভম ঘোষ প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস মূলতঃ ওপেনার বিশাল ঘোষ ও দীপক ক্ষৈত্রীর অনবদ্য ব্যাটিংয়ে ভর করে অনেকটা সহজেই জয় তুলে নেয়। উদিয়ান বোস (৭) ও সেন্টু সরকার (১৭) আজ ব্যাট প্যাচে ছিল। স্বাভাবিক কারণে বিশাল-দীপক জুটি দায়িত্বপূর্ণ ব্যাট চালিয়ে ১৪.৫ ওভার খেলে ২ উইকেট হারিয়ে দলকে জয় এনে দেয়। ওপেনার বিশাল ৪৪ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৫৫ রানে অপরাজিত থেকে যায়। অপরদিকে দীপক ক্ষৈত্রী ২৬ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৫৫ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত ভূমিকায় দলকে জয় এনে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাবও পায়। কসমোপলিটনের চন্দন রায় ও অধিনায়ক পল্লব দাস একটি করে উইকেট পেয়েছে।

অমরপুরে সিনিয়র লীগ ক্রিকেট গ্রুপ শীর্ষের লক্ষ্যে ব্রাইট ডায়মন্ড

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ব্রাইট ডায়মন্ড ক্লাব। ১৮৮ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে ব্লু সানগনাই মথৌ দলকে। দুর্দান্ত এই জয়ের সুবাদে ব্রাইট ডায়মন্ড ক্লাব যথারীতি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এর দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। অমরপুর ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র ক্লাব ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গ্রুপ লীগের খেলা এখন শেষ পর্যায়ে চলছে। বি গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আজ, শনিবার দারুন জয় পেয়েছে ব্রাইট ডায়মন্ড ক্লাব। খেলা ছিল রাঙ্গামাটি গ্রাউন্ডে। টস জিতে ব্রাইট ডায়মন্ড ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। অপ্রস্তুত মাঠের কারণে খেলা শুরুতে দেরি হওয়ায় ওভার কমিয়ে ৩৪ করা হয়েছিল। ব্রাইট ডায়মন্ড সীমিত ৩৪ ওভার খেলে নয় উইকেট হারিয়ে ৩০০ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে রিয়াজ উদ্দিন এর ৮৫ রান, চিরঞ্জিত দাসের অপরাজিত ৭১ রান, সুরজিৎ দাসের ৪৩ রান এবং প্রীতম বর্মনের একত্রিশ রান উল্লেখ করার মতো। অতিরিক্ত ৪২ রানের তাদের অনেকটা সহায়তা করেছে। রিয়াজ উদ্দিন ৪৭ বল খেলে দশটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৮৫ রান পায়। চিরঞ্জিতও ৩৬ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি মেরে অপরাজিত ভূমিকায় ৭১ রান সংগ্রহ করে দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের পরিচয় দিয়েছে।

ব্লু সাগনাই মথৌ দলের বোলার রাজেশ রিয়াং, সুশান্ত রিয়াং ও শিবম রানা প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ব্লু সানগনাই মথৌ ১১২ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে ইভান চন্দ্র সর্বাধিক ২৯ রান পায়। ব্রাইট ডায়মন্ডের সুব্রত চক্রবর্তী ও কমল দেব তিনটি করে এবং আবির কর্মকার ও রিয়াজ উদ্দিন দুটি করে উইকেট পেয়েছে। ব্যাটে-বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে রিয়াজ উদ্দিন পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব।

শান্তিকামী সংঘের কাবাডি চ্যাম্পিয়ন বজরং দলের ট্রফি স্পোর্টস কাউন্সিলে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। রাজ্য ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সবকটি ইভেন্ট-কেই স্পোর্টস কাউন্সিল সাধ্যানুযায়ী প্রতিনিয়ত প্রমোট করে যাচ্ছে। চলতি তিন-চার বছর ধরে তা বিগত সময়ের অনেক রেকর্ডকেই ছাপিয়ে গেছে বলা চলে। উল্লেখ্য, শান্তিকামী সংঘে সদ্য সমাপ্ত ওপেন পূর্বোত্তর প্রাইজমানি কাবাডি চ্যাম্পিয়নশীপে শ্রেষ্ঠ স্থান অর্জনকারী বজরং দলের এন এস আর সি সি''র ইন্ডোর কাবাডি সেন্টারের খেলোয়াড় ও কোচ ট্রফি তুলে দেন ক্রীড়া পর্ষদের যুগ্ম সচিব সরযূ চক্রবর্তীর হাতে। বলা বাহুল্য, সম্প্রতি শান্তিকামী সংঘ আয়োজিত ওপেন প্রাইজমানি কাবাডি প্রতিযোগিতায় বজরং দল চ্যাম্পিয়ন, তৈবান্দাল রানার্স, গোমতি জেলা দল তৃতীয় এবং ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর) চতুর্থ স্থান পেয়েছে। সান্ধ্যকালীন বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক এক অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে উপস্থিত মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, মেয়র-ইন-কাউন্সিল হীরালাল দেবনাথ, কর্পোরেটর সান্তনা সাহা, ক্লাব সেল কনভেনর সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী, সচিব প্রবীর রায় সহ ক্লাবের অন্যান্য কর্মকর্তা বৃন্দ বিজয়ীদের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি ও প্রাইজমানি তুলে দেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

শনিবার লেনিন এর জন্মজয়ন্তী পালন করল সিপিএম রাজ্য নেতৃত্বরা। ছবি নিজস্ব।

ধর্মনগরে ডিআরডিসি'র আউটরিচ বিল্ডিং-র উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। ধর্মনগরে আজ ডিস্ট্রিক্ট ডিসএবিলিটি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের আউটরিচ বিল্ডিং এর দ্বারোদঘাটন করেন বিধানসভার অদ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন। ধর্মনগরের দীঘির পারে এই আউটরিচ বিল্ডিং এর দ্বারোদঘাটন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা নাগেশ কুমার বি। ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা তড়িৎ কান্তি চাকমা, উত্তর ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. অরুনাভ চক্রবর্তী, উত্তর ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক এল দার্লং, ডিডিআরসি'র নোডাল অফিসার হরেশ পাল চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিধানসভার অধ্যক্ষ বলেন, ডিডিআরসি'র এই আউটরিচ বিল্ডিংটি চালু হওয়ায় এই জেলার দিব্যাঙ্গজনেরা এখানেই ডাক্তার দেখিয়ে সব ধরণের সুযোগ সুবিধা এখান থেকেই পেয়ে যাবেন। এর জন্য কৈলাসহরে ছুটে যেতে হবে না। আগে এই জেলার লোকেদের এই সংক্রান্ত পরিষেবা পাবার জন্য কৈলাসহরে যেতে হত। তিনি আরও বলেন এই সেন্টারটি এখানে চালু হওয়ায় এই জেলার দিব্যাঙ্গজনেরা উপক'ত হবেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন প্রদ্যুৎ দে সরকার।

নতুন বছরকে স্বাগত জানানো একটা চিরন্তন প্রথা ঃ সমবায় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। কাঁঠালিয়া ব্লকের ধনপুর কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে গতকাল সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক দু'দিনব্যাপী বর্ষবরণ উৎসবের সূচনা হয়েছে। সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। উৎসবের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, পুরাতন বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানানো একটা চিরন্তন প্রথা। রাজ্যের জাতি জনজাতি অংশের মানুষ ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসারে নতুন বছরকে স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরা ও সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি পিন্টু আইচ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বর্ষবরণ উৎসব কমিটির আহ্বায়ক দীপেন পাল। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন কাঁঠালিয়া প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ পাল। তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের উদ্যোগে এবং কাঁঠালিয়া প'ায়েত সমিতির সহযোগিতায় এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। বর্ষবরণ উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় মনো' সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান।

প্রতিটি জেলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দলের অভিযান চলবে, মন্তব্য সুকান্তর

মালদা, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : 'যে পরিমাণ চুরি ধরা পড়েছে তৃণমূলের, তাতে শুধু তাপস সাহা নয়, প্রতিটি জেলায় জেলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দলের অভিযান চলবে। আগেই বলেছিলাম, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দলের তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে যাওয়াটা শুধু সময়ের অপেক্ষা।" শনিবার মালদায় সাংবাদিকদের কাছে এই মন্তব্য করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে নাম জড়িয়েছে তেহট্টের তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহার। তাঁর বাড়িতে সিবিআই ১৫ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালায়। পাশাপাশি তাঁকে জেরা করা হয়। এই নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে সুকান্তবাবুর মন্তব্য, "মালদা জেলাও তার ব্যতিক্রম নয়। মালদা জেলাতেও খুব তাড়াতাড়ি সিবিআই-ইডির হানা পড়বে। তৃণমূল নেতারা প্রস্তুত থাকুন।'

তাপস সাহার বাড়ি ছেড়ে সিবিআই চলে যাওয়ার পর তৃণমূল বিধায়ক আক্ষেপ করেন, তাঁর সঙ্গে দলের কোনও নেতা, মন্ত্রী যোগাযোগ করেননি। এই সিবিআই অভিযানের জন্যও তিনি দলীয় ষড়যন্ত্রকেই দায়ী করেছেন তিনি। এ নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তিনি বলেন, 'তৃণমূল কোম্পানিটা লাভের সময় পাশে থাকে। লোকসানের সময় পাশ থেকে সরে যায়। যতক্ষণ উপরে টাকা পাঠানোর ব্যাপার ছিল, ততক্ষণ তাপস সাহা ভালো ছিল। এখন তাপস সাহা ধরা পড়ায় তৃণমূলের কাছে "আপদ" হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সময় পঞ্চায়েত ভোট হলে তৃণমূলের হারার সম্ভাবনা ১০০ শতাংশ। তৃণমূলের এজেন্সিই সেই রিপোর্ট দিচ্ছে'। সাংবাদিকদের কাছে এই দাবি করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর দাবি, হারের ভয়ে তৃণমূল এখন ভোট করাতে চাইছে না।

দলীয় কর্মসূচিতে কালিয়াগঞ্জ যাওয়ার পথে শনিবার মালদায় আসেন তিনি। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বালুরঘাটের সাংসদ। বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তৃণমূলের সাংসদদের ভোট পিছিয়ে দেওয়া নিয়ে বৈঠক হয়েছে। তবে যতই পঞ্চায়েত ভোট পিছনো হোক, নিরপেক্ষ ভোট হলে তৃণমূল হারবে, বিজেপিই জিতবে।' শুক্রবার মহার্ঘভাতা নিয়ে রাজ্য সরকার ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে বৈঠক হয়েছে। কিন্তু সমাধান মেলেনি। এ প্রসঙ্গে সুকান্তবাবু বলেন, 'আদালত আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে বলেছিল বলে রাজ্য সরকার বৈঠকে বসেছে। কিন্তু এই বৈঠক যে সফল হবে না, তা সকলেরই জানা ছিল। সরকারের বকেয়া মহার্ঘ্যভাতা দেওয়ার কোনও ইচ্ছা নেই।"

তিলজলায় তেলের ট্যাংকারে পড়ে মৃত্যু দুই শ্রমিকের

কলকাতা ২২ এপ্রিল (হি. স.) : তেলের ট্যাঙ্কারে তেল মাপতে গিয়ে মৃত্যু হল দুই কর্মীর। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে তিলজলা থানা এলাকায়। মৃতদের নাম পরিচয় জানা যায়নি। এই ঘটনায় কারখানার কর্মীদের সুরক্ষা ব্যবস্থা আদৌ ঠিকঠাক ছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রাথমিকভাবে যা বোঝা যাচ্ছে তেলের ট্যাঙ্কারে পড়ে শ্বাসরোধ হয়েই মৃত্যু হয় ওই দুই ব্যক্তির। নিয়ম মতো তাঁদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্যও পাঠানো হবে। সেই রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এদিন যেখানে তেলের এই কাজ চলছিল সেখানে কোনও সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল কি না, তা জানার চেষ্টা করছে তিলজলা থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই তিলজলা থানায় দুটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, তিলজলা থানার অন্তর্গত ৭ নম্বর তিলজলা রোডে এদিন দুপুরে একটি ট্যাঙ্কারে তেল ভরার এর কাজ চলছিল। নিম তেল ভরা হচ্ছিল সেটিতে। ট্যাঙ্কারটিতে তেল কতটা ভরেছে তা মাপার কাজ করছিলেন দুই কর্মী। সেই সময়েই আচমকা ওই দুর্ঘটনাটি ঘটে। আচমকাই এক কর্মীর পা পিছলে যায়। আর তিনি সোজা গিয়ে পড়েন তেল ভর্তি ওই ট্যাঙ্কারের ভিতরে। তেলের মধ্যে ডুবে যান তিনি। সেই সময়ে অন্য এক কর্মী ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে যান। তিনি ট্যাঙ্কারে পড়ে যাওয়া ওই কর্মীকে হাত ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু দুর্ঘটনাবশত তিনিও সোজা গিয়ে পড়েন ওই ট্যাঙ্কারের ভিতর।

ঘটনাটি নজরে আসতেই স্থানীয়রা খবর দেন তিলজলা থানায়। সেখান থেকে পুলিশ এসে উদ্ধার কাজে হাত লাগায়। ঘটনাস্থলে যায় দমকল বাহিনী এবং কলকাতা পুলিশের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট দলের সদস্যরা। পরে ওই দুই কর্মীকে তেলভর্তি ওই ট্যাঙ্কারের ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয়। জানা গিয়েছে সেই সময়ে তাঁদের দেহে প্রাণ ছিল না।

ডায়মন্ড হারবারে রান্নাঘরে অগ্নিদগ্ধ স্ত্রী বাঁচাতে গিয়ে ঝলসে গেলেন স্বামীও

ডায়মন্ড হারবার, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারের বটতলা এলাকায় ছোট্ট রান্নাঘরে রান্নার সময় অগ্নিদগ্ধ হয় স্ত্রী। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে ঝলসে গেলেন স্বামীও। এরপর জ্বালা সহ্য করতে না পেরে পাশের পুকুরে ঝাঁপ দেন স্বামী। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে। দুজনই হাসপাতালে আপাতত চিকিৎসাধীন।

মনোরঞ্জন ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী টুম্পা ঘোষ মন্দিরবাজার এলাকার বাসিন্দা। দোতলা ঘরের একতলায় মিষ্টি দোকান। একতলার নিচে একটি ছোট ঘরে রান্না করেন তাঁরা। এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ গ্যাস জ্বালিয়ে রান্না করার সময় মনোরঞ্জনবাবুর স্ত্রী অগ্নিদগ্ধ হন। তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হন মনোরঞ্জনবাবুও। দুজনেরই মাথার চুল পুড়ে যায়। গায়ের চামড়া ঝলসে যায়। প্রচণ্ড জ্বালায় পাশের একটি পুকুরে নেমে পড়েন মনোরঞ্জনবাবু। জানা গিয়েছে, গ্যাস ওভেন অন করা ছিল। স্বামী মনোরঞ্জনের শরীরের ৪২ শতাংশ পুড়ে যায়। স্ত্রীর শরীরের ১০ শতাংশ পুড়েছে।

অগ্নিদগ্ধ দম্পতিকে স্থানীয় বাসিন্দারা এবং মিষ্টি দোকানের এক কর্মী উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করেন। দুজনেরই শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ঈদ ও অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে বাইসাইকেল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। ১৯ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে গড়িয়া পূজা, ইদ ও অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে ১০ জন ছাত্রীর মধ্যে বাইসাইকেল ও সাধারণ জনগনের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। আগরতলা পুর নিগম ১৯ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে গড়িয়া পূজা, ইদ ও অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে ১০ জন ছাত্রীর মধ্যে বাইসাইকেল ও সাধারণ জনগনের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, এলাকার কাউন্সিলার ভাসতি দেববর্মা সহ অন্যানরা। মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, বাঙালিদের সংস্কৃতি অনুযায়ী উৎসবে আনন্দ উপভোগ করার জন্য দান করা হয়। এর অঙ্গ হিসেবে এদিনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান মেয়র।

চোরাচালান চক্রের সঙ্গে জড়িত দুই অভিযুক্ত গ্রেফতার

মুম্বই, ২২ এপ্রিল(হি.স.) : ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই) দল মুম্বইয়ের কালবাদেবী এলাকা থেকে সোনা চোরাচালানের র‍্যাকেটের সঙ্গে জড়িত দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের নাম সুরজ ভোসলে ও তার বাবা ধর্মরাজ ভোসলে। ডিআরআই দল বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করছে। রাজস্ব গোয়েন্দা দফতরের এক কর্তা শনিবার সাংবাদিকদের বলেন, সোনা চোরাচালান চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দু'জনেই কালবাদেবীতে সোনা গলানোর কাজ করেন। দুবাই থেকে চোরাচালান করা সোনা গলিয়ে চোরাচালানে সহায়তা করছিলেন তারা। ডিআরআই কর্তার মতে, এর আগে দলটি সোনা চোরাচালান মামলায় প্রশান্ত মাইনকার নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল। ওই অভিযুক্তের ইঙ্গিতে দুজনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে।

কল্যাণ ও নতুন জীবনের প্রতীক হল নববর্ষ ঃ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। শনিবার দুপুরে মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বীরেন্দ্র নগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিসরে বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের উদ্যোগে আয়োজিত 'বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ১৪৩০'-এ উপস্থিত থেকে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলিত করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ত্রিপুরা সরকারের পর্যটন মন্ত্রী তথা মজলিশপুর কেন্দ্রের বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন,প্রত্যাশা ও সফলতার বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে বাংলা নববর্ষ ১৪৩০। কল্যাণ ও নতুন জীবনের প্রতীক হলো নববর্ষ।

পুরোনো বছরকে পেছনে ফেলে নতুন বছরের আবাহনে মেতে উঠেছে আমাদের গোটা রাজ্য। সকল ধরণের জীর্ণতাকে ঘুচিয়ে নতুনের আহ্বানে নববর্ষকে স্বাগত জানাচ্ছেন সব শ্রেণি-পেশার মানুষ। স্নিগ্ধ আলোয় স্নাত প্রকৃতির গান, মানবপ্রেম-দেশপ্রেম আর আত্মবোধন-আত্মজাগরণের সুরবাণী দিয়ে সাজানো হচ্ছে প্রতিটি বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। তিনি আরো বলেন, বাঙালির হৃদয়স্পন্দনে গাঁথা রয়েছে বৈশাখের গৌরবদীপ্ত কাব্য। পুরানো দিনের জীর্ণতা, ক্লান্তি, জঞ্জাল ও সকল অশুভ শক্তি দূর করে বৈশাখ আসে নবতর বার্তা নিয়ে। আজকের অনুষ্ঠানে আনন্দঘন পরিবেশে বরণ করে নেওয়া হয়েছে নতুন বছরকে। তিনি বলেন,এই বর্ষবরণ উৎসবের মধ্যেই রয়েছে বাঙালির আত্মপরিচয়, রাষ্ট্রবাদের উত্থান এবং জাতিসত্তা ও সংস্কৃতির বিকাশ। বর্ষবরণ উৎসব যে বাঙ্গালী সংস্কৃতী ও ঐতিহ্যের প্রাণের উৎসব হিসেবে পরিগণীত হচ্ছে, তা ক্রমান্বয়ে এই বর্ষবরণ উৎসব উদযাপনের ব্যাপ্তি ও মানুষের প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা থেকেই উপলব্ধী করা যায়। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, সকলের প্রচেষ্টায় অশুভশক্তিকে মোকাবেলা করে সামনের দিকে আমরা এগিয়ে যাবো এটাই হোক আজকের এই বর্ষবরণ উদযাপনের দিনে আমাদের সকলের অঙ্গীকার। অতীতের গ্লানি, দুঃখ, জরা মুছে, অসুন্দর ও অশুভকে পেছনে ফেলে নতুন কেতন উড়িয়ে বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ সকলের জীবনে আরো সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে এই কামনা করে সুশান্ত চৌধুরী বীরেন্দ্র নগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের এমন ধরনের একটি বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ভূয়সী প্রশংসা প্রশংসা করেন। আজকের এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান রতন দাস, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শংকর সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

আগরতলা প্রেসক্লাবে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। সাংবাদিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা যাতে বিনা মূল্যে পরিষেবা পেতে পারেন সেজন্য আগরতলা প্রেস ক্লাব বিভিন্ন সময়ে স্বাস্থ্য শিবির করে থাকে। সেই ধারা অব্যাহত। শনিবার একটি বেসরকারি হাসপাতাল ও আগরতলা প্রেস ক্লাব যৌথ ভাবে শিবির করে। আগরতলা প্রেস ক্লাবে হয় এই শিবির। সেখানে চিকিৎসা পরিষেবা দেন স্বনামধন্য বেসরকারি হাসপাতালের অর্থোপেডিক বিভাগের স্বনামধন্য ডাক্তার কৃষ্ণ মূর্তি। সাংবাদিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা পরিষেবা গ্রহণ করেন সেখানে। উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। সভাপতি জানান, বিভিন্ন স্বাস্থ্য শিবির গুলি আগরতলা প্রেস ক্লাবে করতে চাইছে প্রেস ক্লাব। যাতে সাংবাদিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা সুযোগ পান। আগামী রবিবারও ডায়াবেটিস সংক্রান্ত স্বাস্থ্য শিবির হবে।

আগরতলায় ইয়ুথ কর্ণার ক্লাবে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। যুবশক্তি সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে রাজধানী আগরতলার ইয়ুথ কর্নার ক্লাবে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য, মন্ত্রী টিংকু রায় সহ আরো অনেকেই। প্রদেশ সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য বলেন যুব সমাজ একটা চ্যালেঞ্জের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। যুবসমাজকে জড়িয়ে রেখেছে নেশা। এ নেশার সাম্রাজ্য থেকে যুব সমাজকে বের করে আনার জন্য সমাজের সকল অংশের মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে বলে জানিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

বাইক ও চারচাকা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ১

হাওড়া, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : হাওড়ার নিবেদিতা সেতু যাওয়ার পথে বালি টোল রোডে বাইক ও চারচাকা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও একজন। দুর্ঘটনাটি ঘটে শনিবার দুপুর ২টো নাগাদ।

ধাক্কা মারার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চারচাকা গাড়িটা রাস্তার রেলিংয়ে ধাক্কা মারে। এরপরই সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায় গাড়ির সামনের অংশ। গাড়িটির এয়ার ব্যাগ খুলে যাওয়ায় অল্পের জন্য রক্ষা পান চালক। তবে গুরুতর জখম হন দুই বাইক আরোহী। তাঁদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। অভিযোগ, যে রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটে, সেখানে বাইক চলাচলে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তারপরও বাইক যাতায়াত চলেই। গাড়ির চালক অভ্রজিৎ পাল জানান, ফুলবাগান থেকে তিনি ডানকুনির দিকে যাচ্ছিলেন। নিবেদিতা সেতুর টোল প্লাজার আগে একই লেনে উল্টো দিকে থেকে একটি বাইকে দু'জন আসছিলেন। অভিযোগ, কারও মাথায় হেলমেট ছিল না। দ্রুত গতিতে গাড়িটির কাছে চলে আসে। তখনই তাঁদের বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বালি থানার পুলিশ। বালি ট্রাফিক গার্ডের কর্মীরাও আসেন ঘটনাস্থলে।

দুর্ঘটনায় দুই বাইক আরোহীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত মোটরবাইক ও গাড়িটিকে দুর্ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ ওই রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয়।

করিমগঞ্জের বৃহত্তর পাথারকান্দির বিভিন্ন স্থানে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন ঈদের নামাজ

পাথারকান্দি (অসম), ২২ এপ্রিল (হি.স.) : টানা একমাসের কঠিন রোজাব্রত পালনের পর প্রতি বছরের মতো এবারও করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে ঈদগাহ এবং মসজিদে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে ঈদ-উল ফিতরের নামাজ আদায়।

এদিকে বৃহত্তর পাথারকান্দির বিভিন্ন ঈদগাহ ময়দানে শনিবার সকালে ঈদ-উল ফিতরের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন ঈদগাহে ঈদের নামাজ পরিচালনা করেন বিভিন্ন ইসলামিক পণ্ডিতরা। গত চার-পাঁচদিন আকাশের মুখ ভার থাকলেও আজ সকাল থেকে আবহাওয়া ছিল অনুকূল। ফলে গত দুদিন থেকে এলাকার ছোট বড় প্রায় ২৫টি ঈদগাহ ময়দানকে যথাসাধ্য সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

ঈদ-উল ফিতরে যাতে কোনও অঘটন না ঘটে, সেজন্য সতর্ক ছিল প্রশাসনও। আজ ঈদের নামাজের সময় জেলা পুলিশ প্রশাসনের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিএসপি জেমস এ সাঙ্গেতি পাথারকান্দির বিভিন্ন ঈদগাহ এলাকায় উপস্থিত থেকে নিরাপত্তার বিষয়ে খতিয়ে দেখার পাশাপাশি অনেক ইসলাম ধর্মাবলম্বী নাগরিকের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

এদিন ডেঙ্গারবন্দ, কটামণি ইছারপার, রাধামাধবপুর, ছলামনা, নাগ্রা, মানিকবন্দ, ঝেরঝেরি, উত্তর ঝেরঝেরি, বাজারিছড়া, কালাছড়া, চন্দ্রপুর, লোয়াইরপোয়া, বৈঠাখাল, কাঁঠালতলি, জালালনগর, পাথারকান্দি, হাটখলা, চাঁদখিরা, ডেফলআলা, জুড়বাড়ি, কাবাড়িবন্দ, করমপুর, ডেউবাড়ি, কাসেরগাঁও ঈদগাহগুলিতে শান্তিপূর্ণভাবে ঈদের নামাজ আদায় করেছেন ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। শেষে অনুষ্ঠিত হয় সমবেত বিশ্বশান্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনা সভা।

ঈদ উপলক্ষ্যে স্থানে স্থানে মেলাও বসেছে। এতে বহুজন কুলাকুলি করে পরস্পরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন।

বজ্রপাতে পুড়ল নারকেল গাছ, দেবীপুরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। এক আজব ঘটনার সাক্ষী হল কমলা সাগর বিধানসভার দেবীপুর রাজারটিলা এলাকার মানুষ।

শুকনো কাঠ কিংবা খরে সবাই আগুন জ্বলতে দেখেছে। কিন্তু জ্যান্ত কোন নারিকেল গাছে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলার ঘটনাটি নিশ্চয়ই সকলের আজব ঘটনা বলে মনে হবে। কিন্তু তবু সেটাই সত্যি কমলা সাগর বিধানসভার দেবীপুর রাজারটিলা এলাকার কিরণ সরকারের বাড়িতে। নারিকেল গাছে বজ্রপাতের ফলে আগুন লেগে যায়। কাঁচা গাছেও আগুন। তবে এই আজব ঘটনায় কিরণ সরকারের পরিবারসহ গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

৭৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করল দ্যা কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।